# Daily Monitoring Report

**Directorate of Monitoring**
**Bangladesh Betar, Dhaka**
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

বাংলাদেশ বেতার

Magh 29, 1432 Bangla, February 12, 2026, Thursday, No. 43, 56th year

# H I G H L I G H T S

Voting in the 13th national elections & the referendum is being held simultaneously in 299 constituencies across country. Voting began from 7:30 am and will continue till 4:30 pm without any break.
(Jago News: 20)

Chief Adviser Dr Muhammad Yunus has called upon voters of all classes and professions of the country to exercise their respective voting rights consciously in the 13th Jatiya Sangsad Polls and Referendum.
(R. Today: 22)

Chief Election Commissioner AMM Nasir Uddin has urged everyone to maintain a peaceful and harmonious environment during the elections. (BBC: 03)

Election Commissioner Brigadier General (Retd.) Abul Fazal Md. Sanaullah has said official results of the 13th National Parliament Election will be formally announced on Friday morning. (Jago FM: 18)

BGB Director General Major General Mohammad Ashrafuzzaman Siddiqui has directed the force's personnel to firmly resist any attempt to create violence, sabotage or chaos during election period.
(Jago News: 17)

RAB Director General Additional IGP AKM Shahidur Rahman has warned of strictest possible action if anyone refuses to accept the election results & attempt to create sabotage or disorder. (Jago News: 20)

The United Nations has called for ensuring safe, inclusive and meaningful participation of women in the 13th parliamentary election and the referendum. (BBC: 03)

Chief Adviser's press wing has informed, at least 394 international election observers and 197 foreign journalists have arrived in Bangladesh to observe the 13th general election and the referendum. (DW: 16)

The United States is planning to sell defense weapons to the next govt of Bangladesh as an alternative to Chinese military equipment --said US ambassador to Dhaka. (DW: 17)

India has strengthened security in border areas adjacent to West Bengal ahead of 13th national parliamentary elections in Bangladesh. (Jago News: 19)

**দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট**
**মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা**
**মাঘ ২৯, বাংলা ১৪৩২, ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬, বৃহস্পতিবার, নং- ৪৩, ৫৬তম বছর**

# শিরোনাম

সারাদেশে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট। সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে, বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত । (জাগো নিউজ: ২০)

আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ নিজ ভোটাধিকার সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে দেশের সকল শ্রেণি-পেশার ভোটারদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। (রে. টুডে: ২২)

নির্বাচনে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। (বিবিসি: ০৩)

ভোটগ্রহণের পরদিন সকালেই দেশের বেশিরভাগ আসনের ফলাফল জানা যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। (জাগো নিউজ: ১৮)

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেকোনো প্রকার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার অপচেষ্টা প্রতিহত করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। (জাগো নিউজ: ১৭)

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর তা মেনে না নিয়ে নাশকতার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন র‍্যাব মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান। (জাগো নিউজ: ২০)

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে নারীদের নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। (বিবিসি: ০৩)

দেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট পর্যবেক্ষণে ঢাকায় এসেছেন অন্তত ৩৯৪ জন আন্তর্জাতিক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ও ১৯৭ জন বিদেশি সাংবাদিক --- জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। (ডয়েচে ভেলে: ১৬)

চীনা সামরিক সরঞ্জামের বিকল্প হিসেবেই বাংলাদেশের পরবর্তী সরকারের কাছে প্রতিরক্ষা অস্ত্র বিক্রির পরিকল্পনা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র --- জানিয়েছেন ঢাকায় ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন। (ডয়েচে ভেলে: ১৭)

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গ লাগায়ো সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা বাড়িয়েছে ভারত। (জাগো নিউজ: ১৯

# বিবিসি

## সবাইকে ভোট দেওয়ার এবং জয়-পরাজয় মেনে নেওয়ার আহ্বান সিইসির

নির্বাচনে শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন। আজ বুধবার সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে তিনি এই আহ্বান জানান। সিইসি বলেন, "সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটকেন্দ্রে আসবেন, ভোট দেবেন এবং জয়-পরাজয় মেনে নেবেন।" এই নির্বাচন সার্থক করে তুলতে সংশ্লিষ্ট সবার কাছে অনুরোধ করেন তিনি। এর আগে, গত বছরের ১১ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন সিইসি। ওই সময় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফশিল ঘোষণা করেছিলেন তিনি।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## টাকা বহন ইস্যুতে 'আমাকে মিসকোট করা হয়েছে': ইসি সচিব

'৫০ লক্ষ নয়, পাঁচ কোটি টাকা বহন করলেও, কোনো অসুবিধা নেই'- এমন বক্তব্য দেননি বলে দাবি করেছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। বুধবার সন্ধ্যায় নির্বাচন ভবনে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে একথা জানিয়েছেন তিনি। কত টাকা নেওয়া যাবে, কত টাকা নিতে পারবেন বা নেওয়া যাবে না এ বিষয়ে বলার এখতিয়ার তার নেই বলেও দাবি করেন মি. আহমেদ। তিনি দাবি করেন, "এটা বলার এখতিয়ার, অধিকার বা ক্ষমতা আমার নেই এবং আমি এটা বলিনি।" "কোনো একটা অর্থের বিষয়ে আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমি বলেছি, যারা এটা ইন্টারসেপ্ট করেছে, তারা এ ব্যাপারে অর্থের সোর্স, অ্যামাউন্ট এবং পারপাস অব দি ফান্ড, এটার ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন," বলেও জানান তিনি। এক্ষেত্রে আইনি ব্যাখ্যার বিষয়ে জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, "যারা এটা ইন্টারসেপ্ট করেছেন, তারা দেবেন আইনি ব্যাখ্যা, আমার কাছে তো না।"
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## নির্বাচনে নারীদের নিরাপত্তা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতের আহ্বান জাতিসংঘের

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে নারীদের নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। আজ মঙ্গলবার ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, নির্বাচনে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থবহ অংশগ্রহণ সবার মৌলিক অধিকার। এর মাঝে নারী, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী, ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচনের সময় সাইবার বুলিং, ডিপফেক, পরিকল্পিত হয়রানি, ছবি বিকৃত করে তার অপব্যবহার, এআই দিয়ে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কনটেন্ট প্রকাশ করে নারী ভোটার ও প্রার্থীদের হেনস্তা করা নিয়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী অর্থাৎ বিভিন্ন নারী সংগঠন ও নাগরিক সমাজ যেভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, জাতিসংঘ সে বিষয়ে সচেতন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। জাতিসংঘ বলছে, নির্বাচনে সহিংসতার ঘটনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারে। জাতিসংঘ তার সকল অংশীদারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যাতে নারীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বৈষম্য বা সহিংসতামূলক ঘটনা না ঘটে এবং ভোটের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে সবাই যেন দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## দেশে এসেছে ৪ লাখ ৮১ হাজার ১৮৫ প্রবাসীর পোস্টাল ব্যালট

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপে নিবন্ধনকারী প্রবাসীদের পাঠানো ৪ লাখ ৮১ হাজার ১৮৫টি পোস্টাল ব্যালট দেশে এসে পৌঁছেছে। আজ বুধবার প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক 'ওসিভি-এসডিআই' প্রকল্পের টিম লিডার সালীম আহমাদ খান বাসস'কে এ তথ্য জানান। তিনি জানান, বুধবার সকাল সোয়া ৯টা পর্যন্ত 'পোস্টাল ভোট বিডি' অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধনকারী প্রবাসীদের কাছে মোট ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি ব্যালট পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে ৫ লাখ ২৮ হাজার ৫৭৯ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে ভোট দিয়েছেন ৫ লাখ ১৫ হাজার ৬১৯ জন। এ ছাড়া ৫ লাখ ৭ হাজার ৩২৭ জন প্রবাসী ভোটার তাদের ব্যালট সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্ট অফিস বা ডাক বিভাগে জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে ৪ লাখ ৪৪ হাজার ৪৩৬টি ব্যালট রিটার্নিং কর্মকর্তারা বুঝে পেয়েছেন। বিদেশের পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে (আইসিপিভি) অবস্থানরত ভোটারদের কাছেও পোস্টাল ব্যালট পাঠানো শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ পর্যন্ত দেশের ৭ লাখ ৬০ হাজার ৮৯৮ জন নিবন্ধিত ভোটারের ঠিকানায় ব্যালট পাঠানো হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## 'মানুষকে টাকা দিচ্ছি- মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হচ্ছে': জামায়াতের অভিযোগ

জামায়াতের আমির যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সেই আসন ঢাকা ১৫-তে কে বা কারা জামায়াতের বিরুদ্ধে কিছু ফটোকার্ড বা লিফলেটের মতো প্রিন্ট করে বিভিন্ন এলাকাতে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলেছে দলটি। সেসব ফটোকার্ড বা লিফলেটে জামায়াতের পক্ষ থেকে মানুষকে টাকা দেওয়া হচ্ছে এবং বিকাশ নম্বর চাওয়া হচ্ছে- এ সংবলিত মিথ্যা তথ্য ছাড়ানোর অভিযোগ তোলা হয়েছে দলটির পক্ষ থেকে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আজ বুধবার দুপুরে ঢাকার মগবাজারে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেন। এ সংক্রান্ত একটি লিফলেট হাতে নিয়ে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের অভিযোগ করেন,

জামায়াতকে বিতর্কিত করা ও ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্য এ ধরনের লিফলেট ছড়ানো হচ্ছে। এটি জনমনে বিভ্রান্তি তৈরির অপপ্রয়াস এবং নির্বাচনি আচরণবিধির লঙ্ঘন উল্লেখ করে বলা হয়, জামায়াত এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সেই সাথে প্রশাসন ও নির্বাচন কমশিনকে এ ব্যাপারে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে সংবাদ সম্মেলনে আহ্বান জানানো হয়।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## ত্রয়োদশ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন কতজন?

দেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট পর্যবেক্ষণে ইতোমধ্যে ঢাকায় পৌঁছেছেন অন্তত ৩৯৪ জন আন্তর্জাতিক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ও ১৯৭ জন বিদেশি সাংবাদিক। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, আগত পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ৮০ জন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি। দ্বিপক্ষীয় দেশসমূহ, যার মধ্যে স্বতন্ত্র ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকেরাও রয়েছেন, থেকে এসেছেন ২৪০ জন। এছাড়া, বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫১ জন ব্যক্তি নিজস্ব সক্ষমতায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। আসন্ন নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির বিতর্কিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। তুলনামূলকভাবে একাদশ, দ্বাদশ ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৫৮, ১২৫ এবং মাত্র চারজন। খবর রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস-এর। পর্যবেক্ষক পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাগুলোর মধ্যে রয়েছে- এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (এএনএফরেল) থেকে ২৮ জন, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট থেকে ২৭ জন, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) থেকে ১৯ জন এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট (এনডিআই) থেকে একজন। এছাড়া, ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ও ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব এশিয়ান পলিটিক্যাল পার্টিজ (আইসিএপিপি) থেকে দু-জন করে এবং ইউরোপিয়ান এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিস থেকে একজন প্রতিনিধি এসেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি, ২১টি দেশ থেকেও পর্যবেক্ষকরা এসেছেন। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান (৮), ভুটান (২), শ্রীলঙ্কা (১১), নেপাল (১), ইন্দোনেশিয়া (৩), ফিলিপাইনস (২), মালয়েশিয়া (৬), জর্ডান (২), তুরস্ক (১৩), ইরান (৩), জর্জিয়া (২), রাশিয়া (২), চীন (৩), জাপান (৪), দক্ষিণ কোরিয়া (২), কিরগিজস্তান (২), উজবেকিস্তান (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (২) ও নাইজেরিয়া (৪)। এছাড়া ভয়েস ফর জাস্টিস, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল, এসএনএএস আফ্রিকা, সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন ও পোলিশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের প্রতিনিধিরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## চন্দনাইশে মাইক্রোবাস থেকে সাড়ে ১০ লাখ টাকা জব্দ

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার আবদুল বারী হাট এলাকায় গত মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে একটি মাইক্রোবাস থেকে নগদ ১০ লাখ ৪৯ হাজার টাকা জব্দ করেছে সেনাবাহিনী। এ সময় তিনজনকে আটক করা হয়। আনোয়ারা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার সোহানুর রহমান সোহান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, জব্দ করা এই টাকা চট্টগ্রাম-১৪ আসনের এক স্বতন্ত্র প্রার্থীর বলে। রিটার্নিং কর্মকর্তার নির্দেশে টাকা ও গাড়ি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। বিষয়টির সত্যতা যাচাই শেষে নির্বাচনি ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির বিমানবন্দরে অর্ধ কোটির বেশি টাকাসহ আটক

নির্বাচনের আগের দিন ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধানকে সৈয়দপুর এয়ারপোর্ট থেকে আটক করা হয়েছে। নীলফামারীর পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম জানান, ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধান ঢাকা থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে রওয়ানা করেছেন- এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বুধবার দুপুরে তাকে বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়। পুলিশ সুপার আরও জানান, বেলাল উদ্দিন প্রধানের ভাষ্য মতে, টাকা ৫০ লাখ টাকার ওপরে। বিমানবন্দরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যাগে কত টাকা রয়েছে তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। ৫০ লাখ টাকার বেশি রয়েছে বলে জানান।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## নওগাঁর বদলগাছী উপজেলা থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার

নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার একটি দোকান থেকে বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে যৌথ বাহিনী। বদলগাছী থানার ওসি লুৎফুর রহমান বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, একটি দোকানের পাশে পরিত্যক্ত অবস্থায় বিস্ফোরকগুলো ছিল। কেউ বা কারা সেগুলো দেখে র‍্যাবকে খবর দেয়। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী এবং পুলিশও ঘটনাস্থলে যায়। কী ধরনের বিস্ফোরক ছিল জানতে চাইলে তিনি বলেন, "চারটা ককটেল সদৃশ জিনিস পাওয়া যায়। কিন্তু সকাল ৮টার দিকে সেগুলোর সবই নিষ্ক্রিয় করা রয়েছে। পরে ওগুলো র‍্যাব নিয়ে গেছে।" ওগুলো আসলেই কী ধরনের বিস্ফোরক, তা আরও পরে জানা যাবে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ওগুলো কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এখানে রেখেছে, তা এখনো স্পষ্ট না।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## কিছু রাজনৈতিক দল 'সন্ত্রাসী কার্যক্রম' চালাচ্ছে, অভিযোগ ইসলামী আন্দোলনের

নির্বাচনের আগ মুহূর্তে কিছু রাজনৈতিক দল অতীতের মতো সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। বুধবার সন্ধ্যায় জরুরি সংবাদ সম্মেলনে দলটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, ঢাকার রূপগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনাসহ বিভিন্ন জেলায় তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। বিএনপি এবং জামায়াতের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে দলটি বলছে, তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে নির্বাচনের সামগ্রিক পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এছাড়া, বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীদের নিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে বলেও দাবি দলটির। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ২৫৮ আসনেই ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থীরা মাঠে আছে এবং ফলাফল নিয়েই তারা মাঠ ছাড়বে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## জামায়াত নেতার টাকা ঢাকা থেকেই 'শনাক্ত হয়েছিল'

ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির বেলাল উদ্দিন প্রধান 'বড়ো অঙ্কের টাকা' নিয়ে ভ্রমণ করছেন, এই বিষয়টি বিমানে ওঠার আগেই শনাক্ত করেছিল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানে চলাচলের ক্ষেত্রে অর্থ বহনের পরিমাণ (একজন যাত্রী কত টাকা বহন করতে পারবেন) নির্দিষ্ট নয় বলেই এ নিয়ে বাড়তি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বুধবার বিকেলে বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য জানিয়েছেন হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এস এম রাগীব সামাদ। “টাকাটা যে নিয়েছে, এটা আমরা আমাদের স্ক্রিনিংয়েই আইডেন্টিফাই (শনাক্ত) করেছি যে, টাকাটা ক্যারি হচ্ছে,” বলেন তিনি। মি. সামাদ বলছেন, “যেহেতু টাকার বিষয়টা একটু বড়ো, এই কারণে কাস্টম্‌সে আমরা শুধু একটু ভেরিফাই করেছি যে, এটাতে তাদের কোনো সমস্যা আছে কি না। যদিও এটা কাস্টম্‌সের একেবারেই এখতিয়ার-বহির্ভূত। তারা মূলত কাজ করে দেশের বাইরে থেকে অ্যারাইভিং প্যাসেঞ্জারদের ক্ষেত্রে।” তিনি বলেন, “বিষয়টি এমন নয় যে, কাস্টম্‌স ক্লিয়ারেন্স দিয়েছে বলেই আমরা টাকা পরিবহণ করতে দিয়েছি। আমাদের অভ্যন্তরীণ রুটে টাকা পরিবহণের অ্যামাউন্টের কোনো সিলিং নির্ধারণ করে দেওয়া নাই।” বুধবার দুপুরে সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধানকে আটক করে পুলিশ। এ সময় তার কাছ থেকে ৭৪ লাখ টাকা জব্দ করার তথ্য জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াত আমিরের ব্যাগে ৭৪ লাখ টাকা পাওয়ার তথ্য জানালো পুলিশ

সৈয়দপুর বিমানবন্দর থেকে আটক হওয়া ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধানের ব্যাগে ৭৪ লাখ টাকা পাওয়া গেছে। নীলফামারীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহসীন (প্রশাসন) বিবিসি বাংলাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে, নীলফামারীর পুলিশ সুপার শেখ জাহিদুল ইসলাম জানিয়েছিলেন, ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির বেলাল উদ্দিন প্রধান ঢাকা থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা নিয়ে রওয়ানা করেছেন- এই গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বুধবার দুপুরে তাকে বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয়। বিমানবন্দরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভিডিওতে দেখা যায়, ব্যাগে কত টাকা রয়েছে, তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। তবে ব্যাগে ৫০ লাখ টাকার বেশি রয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

এদিকে, বিমানবন্দর থেকে আটকের পর নিজেকে অসুস্থ দাবি করলে জামায়াত নেতা বেলাল উদ্দিন প্রধানকে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, টাকার উৎস ও বহনের উদ্দেশ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে এই অর্থ ভোটের মাঠে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বহন করা হচ্ছিল কি না, সে বিষয়টিও তদন্ত করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। জানা গেছে, বেলাল উদ্দিন প্রধানের বাড়ি ঠাকুরগাঁও শহরের হাজীপাড়া এলাকায়। সালন্দর ডিগ্রি কলেজে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি নিজেকে গার্মেন্টস ব্যবসায়ী বলে দাবি করেন বেলাল উদ্দিন প্রধান।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## বিভিন্ন দলের নেতাদের টাকা উদ্ধারের নামে 'ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলছে', অভিযোগ এনসিপির

বিভিন্ন দলের নেতাদের টাকা উদ্ধার অভিযানের নামে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলছে বলে মন্তব্য করেছেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। আজ বুধবার রাতে এনসিপির এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, ১৮ বছর পর এ দেশের মানুষ ভোট দেওয়ার স্বপ্ন দেখছে। নির্বাচন নিয়ে মানুষের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। “কিন্তু এই নির্বাচনের প্রাক্কালে মিস-ইনফরমেশন, ডিস-ইনফরমেশন ও পক্ষপাত দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া বিভিন্ন দলের নেতাদের টাকা উদ্ধারের নামে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ চলছে,” বলেন তিনি। এনসিপি নেত্রী মনিরা শারমিন তথ্য সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছেন। সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, “তথ্য সন্ত্রাস মেনে নেওয়া হবে না।” “মূলধারার গণমাধ্যম বিএনপির প্রোপাগান্ডা প্রচার করছে” বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। এ সময় ভোটারদের নিরাপত্তা চান মনিরা শারমিন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## কুমিল্লায় টাকা বিতরণের অভিযোগে জামায়াত নেতা আটক, দুই লাখ টাকা জব্দ

কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় ভোটারদের মাঝে টাকা বিতরণের অভিযোগে হাবিবুর রহমান হেলালী নামে এক জামায়াত নেতাকে আটক করেছে স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে থানায় নিয়ে যায়। এ সময় তার কাছ থেকে নগদ ২ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। মুরাদনগর (সার্কেল) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ বুধবার সকালে মুরাদনগরের ছালিয়াকান্দি ইউনিয়নের নেয়ামতকান্দি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দুপুরে ওই জামায়াত নেতাকে আটক করে থানায় আনা হয়। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## শরীয়তপুরে জামায়াতের নির্বাচনি কার্যালয় থেকে সাত লাখ টাকা উদ্ধার, পোলিং কর্মকর্তার কারাদণ্ড

শরীয়তপুরের নড়িয়া পৌরসভার দক্ষিণ বৈশাখীপাড়া এলাকার জামায়াতে ইসলামীর একটি নির্বাচনি কার্যালয় থেকে যৌথ বাহিনী ৭ লাখ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) মো. তানভীর হোসেন। তিনি আরো জানান, এ সময় সেখান থেকে আটক ভোটগ্রহণের দায়িত্বে থাকা এক পোলিং কর্মকর্তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্ত পোলিং কর্মকর্তার নাম গোলাম মোস্তফা। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## ভোট কেনাবেচার প্রমাণ পেলে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি নির্বাচন কমিশনের

ভোট কেনাবেচার বিষয়ে কারও সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্ক করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার রাতে নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখার পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক স্বাক্ষরিত একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, “একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে ভোট কেনা বেচা হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য হলো, ভোট কেনা বেচা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ভোট কেনাবেচার বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## নির্বাচনি গাড়িতে ১৫ লক্ষ টাকা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে, দাবি এ্যানি চৌধুরীর

লক্ষ্মীপুরে যৌথবাহিনীর তল্লাশি চৌকিতে একটি গাড়ি থেকে ১৫ লাখ টাকা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন, ওই আসনের বিএনপি প্রার্থী শহিদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি। বুধবার রাতে নিজের ফেসবুক পেইজ থেকে একটি ভিডিও বার্তায় তিনি জানান, তার নির্বাচনি কাজে ব্যবহৃত একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নির্বাচনি এজেন্টের কাছ থেকে ১৫ লাখ টাকা পাওয়া গেছে, যা ইতোমধ্যেই কোর্ট থেকে রিলিজ করা হয়েছে। তার কর্মীরা “নির্বাচনি ব্যয়ের অর্থ কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে” যাচ্ছিলেন বলেও দাবি করেন তিনি। “যারা এটি নিয়ে নিউজ করছেন, আমি মনে করি সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্যমূলক এবং বিভ্রান্তিমূলক। আমার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য এই ধরনের নিউজ করা হচ্ছে,” বলেন মি. এ্যানি। এর আগে, বুধবার রাত ৮টার দিকে শহরের ঝুমুর এলাকায় তল্লাশি চৌকিতে একটি গাড়ি থেকে ১৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয় বলে জানায় পুলিশ। লক্ষ্মীপুর সদর সার্কেলের এএসপি রেজাউল হক বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন, তল্লাশির সময় একটি গাড়ি থেকে ১৫ লক্ষ টাকাসহ তিনজনকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে টাকার উৎস এবং কোথায় নেওয়া হচ্ছে বা কী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে এসব বিষয় নিশ্চিত করে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।”(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## ঢাকায় নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় পাঁচজনকে কারাদণ্ড ও জরিমানা

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের কর্মীসহ পাঁচজনকে আটক করে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বা ডিএমপি। বুধবার রাতে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগ থেকে পাঠানো একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজধানীর সূত্রাপুরে নগদ টাকা বিতরণের প্রস্তুতির সময় হাতেনাতে ধরা পড়া জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মীকে দুইদিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন স্পেশাল মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট। এছাড়া, রাজধানীর ওয়ারীতে দুইজন এবং মুগদা থানায় দুইজনকে আটক করার পর তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা ও জরিমানা করা হয়েছে বলেও জানানো হয়েছে।”(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ নারগীস)

## অধ্যাপক ইউনূসের অন্তবর্তী সরকার কতটা সফল আর কতটা ব্যর্থ

বাংলাদেশে ২০২৪ সালে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দায়িত্ব নেওয়া অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তবর্তী সরকারের গত প্রায় আঠারো মাসের সাফল্য-ব্যর্থতার প্রশ্নে নানা আলোচনা চলছে রাজনৈতিক মহলে। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনের পর এই সরকারের বিদায় নেওয়ার কথা এবং সেই হিসেবেই তাদের সাফল্য- ব্যর্থতার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। সরকারের দিক থেকে বরাবরই বলা হচ্ছে, এ সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল তিনটি- সংবিধানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত 'মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার' এবং সরকার ঘোষিত রূপরেখার মধ্যেই সংসদ নির্বাচন আয়োজন। এসব ক্ষেত্রে 'সফল' কিংবা যথেষ্ট অগ্রগতির দাবি করা হচ্ছে সরকারের দিক থেকে। তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, সরকার মোটা দাগে তিন অ্যাজেন্ডাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার

পাশাপাশি, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে কিছুটা সাফল্য দেখালেও, সরকারের ভেতরেরই একটি অংশের কারণে সংস্কার কিছুটা পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর বিচারের ক্ষেত্রে 'বিচার নাকি প্রতিশোধ' সেই প্রশ্ন ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তারা মনে করেন, শুরু থেকেই মব সংস্কৃতি এমনভাবে চলেছে এবং তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা না নিয়ে একটি শক্তির কাছে সরকার আত্মসমর্পণ করেছে। এছাড়া, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষায় ব্যর্থতার পাশাপাশি, নারীর সমতার ক্ষেত্রটিও এ সরকারের আমলে বড়ো ধাক্কা খেয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের মতে, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে সরকার তুলনামূলক ভালো করলেও, সামাজিক ক্ষেত্রে তারা ব্যর্থ হয়েছে। আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নির্বাচনের দিকে এগোতে পারাটাও সরকারের একটা সাফল্য বলে মনে করেন তিনি।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, সংস্কারের বিষয়ে সরকার কিছুটা পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর বিচারের ক্ষেত্রে 'বিচার নাকি প্রতিশোধ' সেই প্রশ্ন ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা সরকার চাইলে এড়াতে পারতো বলে মনে করেন তিনি।

**দায়িত্ব নেওয়া ও তিন অ্যাজেন্ডা**

বিশ্লেষকরা বলছেন, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে মব সন্ত্রাস, যাদের হামলায় গত দেড় বছরে আক্রান্ত হয়েছে দেশের শীর্ষস্থানীয় দুই সংবাদপত্র প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার ভবন থেকে শুরু করে বহু মাজার, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মারক। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ২০০৪ সালের ৮ আগস্ট ক্ষমতায় এসেছিল মি. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন এই সরকার। এরপর তিনি 'সংস্কার, বিচার ও নির্বাচনকেই' তার সরকারের মূল অ্যাজেন্ডা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক দলগুলোর দ্রুত নির্বাচন দেওয়ার চাপের মুখে প্রথমে প্রধান উপদেষ্টা ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২৬ সালের জুনের মধ্যে নির্বাচনের কথা বলেছিলেন। পরে এক পর্যায়ে বিএনপি নেতা তারেক রহমানের সাথে আলোচনার পর সরকার ও বিএনপি যৌথভাবে ফেব্রুয়ারিতে রোজার আগেই নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সেদিন একই সঙ্গে সংস্কার প্রশ্নে গণভোটও অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, সরকার শুরুতেই রাষ্ট্র সংস্কারসহ বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক মোট ১১টি কমিশন গঠন করে এবং সেসব কমিশনের সুপারিশসহ রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়।

শেষ পর্যন্ত অন্তত ত্রিশটি বিষয়ে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এর মধ্যে চারটি প্রশ্নে গণভোট হতে যাচ্ছে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারিতে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনেই। সরকার নিজেও সেই গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেছে। যদিও ঐকমত্য কমিশনের সদস্য হিসেবে কাজ করা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, সংস্কার কমিশন ও জুলাই চার্টারের কৃতিত্ব সরকার নিতে পারে। “কিন্তু এটি পিক অ্যান্ড চুজ এবং এডহকিজমের শিকার হয়েছে। যে কারণে একদিকে শিক্ষাসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংস্কার কমিশনই হয়নি, আবার যে-সব বিষয়ে হয়েছে, সেগুলোর অনেক কিছু সরকারের ভেতরেরই একটি অংশের কারণে পথভ্রষ্ট হয়েছে। আসলে সংস্কারের যে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, সেটি সরকারের বিবেচনাতেই ছিল না,' বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি। যদিও আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) এর এক আলোচনায় বলেছেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে যতটা সংস্কার হয়েছে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এত কম সময়ে তেমনটি এর আগে আর হয়নি। তবে গণভোটে 'না' ভোট জয়ী হলে শেষ পর্যন্ত সরকারের সব সংস্কার উদ্যোগ ভেস্তে যায় কি-না, তা নিয়েও অনেকের মধ্যে কৌতূহল আছে।

**বিচারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি**

সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, সংস্কারের পরেই গুরুত্ব পেয়েছে 'মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার'। ইতোমধ্যেই একটি মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি তাদের সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ মামলার অপর আসামি পুলিশের আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে ( রাজসাক্ষী) পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গত বছরের ১৭ নভেম্বর ট্রাইব্যুনাল এ রায় ঘোষণা করে। এছাড়াও, গত অক্টোবরে আইন মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, “জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকালে দেশব্যাপী ছাত্র-জনতার বিরুদ্ধে আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের নির্দেশে হত্যার অভিযোগে মোট ৮৩৭টি মামলা রেকর্ড হয়েছে।” এর মধ্যে ৪৫টি মামলার বিচারকাজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চলছে। এ ছাড়া, তখন পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন ফৌজদারি আদালতে পুলিশ ১৯টি হত্যা মামলায় অভিযোগপত্র দাখিল করেছিল। এসব হত্যা মামলা বিচারের জন্য দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে পাঠানো হয়েছে। তবে সরকারের শুরু থেকেই ঢালাও হত্যা মামলা এবং এসব মামলায় শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষকে জড়িত করা নিয়ে সমালোচনা হয়ে আসছে। ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, সাংবাদিকসহ অনেকের বিরুদ্ধে অনেক হত্যা মামলা হয়েছে, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং প্রশ্নবিদ্ধভাবেও অনেককে আটক রাখা হয়েছে, যার স্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। “আবার যে-সব মামলায় বিচার হচ্ছে, তাও কতটা প্রভাবহীন ও স্বচ্ছ- সেই প্রশ্নও আছে। তাই সত্যিকার অর্থেই বিচার নাকি প্রতিশোধ, সেই প্রশ্ন উঠবে। এটি

সরকার চাইলে এড়াতে পারত। ঢালাও মামলার কারণে সত্যিকার অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা নিয়েও ঝুঁকি তৈরি হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।

**বেহাল আইন-শৃঙ্খলা ও মব**

বাংলাদেশে গত দেড় বছরের বেশি সময়ে মানবাধিকার সংগঠক ও সংস্থাগুলোর কাছে বড়ো উদ্‌বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে অজ্ঞাতনামা লাশের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া, কারা ও নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যু, আর মব সন্ত্রাস। এই সময়কালে বারবার সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার ঘটনা আলোচনায় এসেছে। এমনকি এবার নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পরে বসতবাড়িতে আগুন, ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে ভালুকায় পিটিয়ে আগুন দিয়ে দিপু চন্দ্র হত্যা এবং পরপর কয়েকজন হিন্দু ব্যবসায়ী খুন হওয়ার ঘটনা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করেছে। তবে সরকারের দিক থেকে সব সময়ই বলা হচ্ছে, সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘরে হামলার বেশিরভাগ ঘটনা রাজনৈতিক কারণেই ঘটেছে, ধর্মীয় কারণে নয়। মানবাধিকার সংস্থা অধিকারের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর, অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ১৪ মাসে দেশে অন্তত ৪০টি বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ এসেছে।

এর আগে, সরকারের শুরু থেকেই সারা দেশে কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও, সূফী-দরবেশ-বাউলদের মাজার আক্রান্ত হতে শুরু করে। পাশাপাশি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও গত আঠারো মাসে বারবার আলোচনায় এসেছে। এক বছর আগে ২০২৫ সালের শুরুতেই বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, ২০২৪ সালের ৪ আগস্টের পর থেকে পরবর্তী ৫ মাসেই সারা দেশের ৪০টি মাজারে (মাজার/সুফি কবরস্থান, দরগা) ৪৪-বার হামলা চালানোর অভিযোগ পেয়েছিল পুলিশ। এরপরেও সেই পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। উল্টো নভেম্বরে মানিকগঞ্জে বাউল শিল্পী আবুল সরকারকে গ্রেফতার নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে।

**সরকার কীভাবে দেখছে**

প্রধান উপদেষ্টার দফতরের সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলে যে ধারণা পাওয়া গেছে, তা হলো- সংস্কার ইস্যুতে দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করাকে অন্তর্বর্তী সরকারের একটি বড়ো সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করে সরকার। বিশেষ করে, বাংলাদেশের গণতন্ত্রে রূপান্তরের জন্য জুলাই ঘোষণাপত্র ও সনদ স্বাক্ষর এবং ২৫টির মতো ডান, বাম মধ্যপন্থি দলগুলোর মধ্যে অন্তত ৩০টি বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছানোকেই বড়ো অর্জন হিসেবে সরকারের লোকজন মনে করছে। তা ছাড়া সরকার মনে করে, সবকিছুতে সংস্কার বাস্তবায়ন না করা গেলেও, কোনো কোনো জায়গায় সংস্কার দরকার এবং সেখানে করণীয় কী, সেটি সরকার চিহ্নিত করতে পেরেছে সংস্কার কমিশনগুলোর মাধ্যমে। ইতোমধ্যেই সাংবিধানিক ও নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সংস্কার বাস্তবায়নের উদ্যোগ হিসেবে আরপিওতে সংশোধনী আনা হয়েছে। আর বিচারের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার একটি মামলার রায় ছাড়া গুম, খুনের বিচার শুরু করাকে অর্জন হিসেবে দেখছে সরকার। কারণ সরকার বলছে, মামলাগুলোর তদন্তের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন ছাড়াও দ্রুত বিচারের জন্য যা যা করণীয়, সেসব পদক্ষেপও যথাসময়ে সরকার নিতে পেরেছে। এছাড়া গুম, খুনের মামলায় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বিচারের আওতায় আনাকেও সরকারের জন্য একটি ইতিবাচক অর্জন বলে সরকারের দিক থেকে মনে করা হচ্ছে। ক্ষমতায় আসার পরপরই আর্থিক খাতে সংস্কার এবং বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। আওয়ামী লীগ আমলে হওয়া 'আর্থিক খাতের দুর্নীতি' নিয়ে একটি শ্বেতপত্রও প্রকাশ হয়েছে সরকারের উদ্যোগে। অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন সম্প্রতি বলেছেন, "উত্তরাধিকার সূত্রে একটি চ্যালেঞ্জিং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পাওয়ার পরও বাংলাদেশের অর্থনীতি সহনশীলতা দেখিয়েছে এবং ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতার পথে এগোচ্ছে।"

**রিজার্ভ, মূল্যস্ফীতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা**

সরকারের দাবি অনুযায়ী, দায়িত্ব গ্রহণের সময় দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ১৪ বিলিয়ন ডলার, যা আইএমএফ এর ঘোষিত পদ্ধতি অনুযায়ী এখন ২৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এছাড়া, ব্যাংক খাতেও স্বস্তি ফিরে আসার দাবি করছে সরকার এবং এ খাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে দুর্বল ৫টি ব্যাংককে একীভূত করা হয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার সফল হতে পারেনি। চলতি মাসের শুরুতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ডিসেম্বর মাসের মূল্যস্ফীতির যে চিত্র প্রকাশ করেছে, সে অনুযায়ী, ডিসেম্বরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৪৯ শতাংশ। এর আগে, নভেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি বেড়ে হয়েছিল ৮ দশমিক ২৯ শতাংশ। গত বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে বাংলাদেশের গড় মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ। তবে এমন পরিস্থিতিতে সরকারের সাথে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে পারাটা তাদের জন্য একটি সাফল্য, বিশেষ করে গত বছর রোজায় দ্রব্যমূল্য খুব একটা বাড়েনি বলেই মনে করছেন তারা, যদিও চালের দাম না কমার কারণে খাদ্যমূল্য স্ফীতি কমেনি বলে অর্থনীতিবিদরা বলছেন। তবে সরকারের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় ব্যর্থতা, বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের ওপর হামলা ও হত্যার ঘটনা মোকাবেলায় ব্যর্থতার অভিযোগ সত্ত্বেও সরকার মনে করছে, এর বেশিরভাগ ঘটনাই রাজনৈতিক।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

## নির্বাচন কমিশন কখন ভোট বন্ধ করতে পারে?

জাতীয় সংসদের ভোটের দিন ঘনিয়ে আসছে। এর মাঝেই হঠাৎ যদি ঘোষণা আসে যে, আপনার আসনে ভোট হচ্ছে না, তাহলে আপনি অবাক হবেন না? স্বাভাবিকভাবেই আপনার মনে প্রশ্ন জাগবে, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে কি না? বাংলাদেশের নির্বাচনি ইতিহাসে ভোটগ্রহণ স্থগিত বা বাতিল হওয়ার নজির বহুবার দেখা গেছে। বিভিন্ন সময়ে সহিংসতা, কারচুপি কিংবা ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট আসন বা কেন্দ্রের নির্বাচন বন্ধ করেছে। যেমন, সম্প্রতি সীমানা জটিলতায় আদালতের আদেশে পাবনা-১ ও ২ আসনে নির্বাচনি কার্যক্রম স্থগিত করেছিল ইসি। পরে যদিও আপিল বিভাগ সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেয়। এখন প্রশ্ন হলো, ঠিক কোন কোন পরিস্থিতিতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে নির্বাচন কমিশন?

### আইনে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট বন্ধের বিষয়টি রয়েছে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ বা আরপিও'র ৯১ এর 'ক' ধারায়। বাংলাদেশে সংবিধানের আওতায় নির্বাচন সংশ্লিষ্ট যতগুলো আইন আছে, তার মধ্যে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত মূল আইন হলো আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আইন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীতে সংবিধান তৈরির পর নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রথমবারের মতো আরপিও বা গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়েছিল। এরপর বিভিন্ন সময়ে নানা পরিবর্তন আনা হয়েছে এ আইনটিতে। সবশেষ, ২০২৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আগে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে গেজেট প্রকাশ করে সরকার। এর আগে, ২০২৩ সালে আরপিও সংশোধন করেছিল আওয়ামী লীগ সরকার। তখন আইন করা হয়েছিল, নির্বাচনে কোনো ভোটকেন্দ্রে বড়ো ধরনের অনিয়ম, কারসাজি ও ভোট প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার প্রমাণ পেলে, নির্বাচন কমিশন (ইসি) সেই কেন্দ্রের ভোট বা ফল বাতিল করে পুনরায় ভোটগ্রহণের নির্দেশ দিতে পারবে। কিন্তু পুরো আসনের ভোট বাতিল করতে পারবে না।

সংশোধিত আইনে তখন বলা হয়, 'বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন, চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন কারণে নির্বাচন কমিশন যদি ভোট পরিচালনা করতে না পারে, তাহলে ভোটকেন্দ্র বা ক্ষেত্রমতে সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায় 'ভোটগ্রহণের' যে-কোনো পর্যায়ে নির্বাচনি কার্যক্রম বন্ধ করতে পারবে ইসি'। নির্বাচন মানে তফশিল থেকে ভোট পর্যন্ত সময়। আর ভোটগ্রহণ মানে শুধু ভোটের দিন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন ভোট চলাকালীন সময়ে ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারবে ইসি। নির্বাচনের দিনের আগে গোলযোগ পরিস্থিতি হলেও, ভোটগ্রহণ বন্ধের সুযোগ আর থাকে না। সেই সংশোধনীর আগে 'ভোটগ্রহণের' জায়গায় শব্দটি ছিল 'নির্বাচন'। অর্থাৎ, অনিয়ম বা বিভিন্ন অনিয়মের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে যে, তারা আইনানুগ নির্বাচন করতে সক্ষম হবে না, তাহলে নির্বাচনের যে-কোনো পর্যায়ে ভোট বন্ধ করার ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু ৯১ নম্বর ধারার সর্বশেষ সংশোধনীতে অনিয়মের জন্য কেন্দ্রের ভোট বাতিলের পাশাপাশি প্রয়োজন হলে পুরো নির্বাচনি এলাকার ফল বাতিলের ক্ষমতা ফের ইসিকে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী, ২০২৫ সালে আইনে যে পরিবর্তনটা এসেছে, তার অর্থ হলো, তফশিল ঘোষণার পরে গেজেট প্রকাশের আগ পর্যন্ত, ইলেকশন কমিশন যে-কোনো অবস্থায়, যে-কোনো পরিস্থিতিতে ইলেকশন বন্ধ করতে পারবে। যেমন, প্রচারণার আগেই সহিংসতা শুরু হলো, অথবা অনিয়ম শুরু হয়ে গেল, তখন," বিবিসি বাংলাকে ব্যাখ্যা করছিলেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীম। তার মতে, ২০২৩ সালের সংশোধনীতে নির্বাচন কমিশনের "হাত পা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।"

### ভোট 'বাতিল', 'স্থগিত' বা পুনঃভোট, কখন?

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালের সংশোধিত আরপিও অনুযায়ী। কিন্তু সেখানে কোন কোন পরিস্থিতিতে ভোট বাতিল করতে পারবে ইসি? এ বিষয়ে সাবেক নির্বাচন কমিশনার জেসমিন টুলি বিবিসি বাংলাকে বলেন, একটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার চাইলে সেই কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করতে পারেন। মানে, বাতিল। "এমন ঘটনা ঘটলো, যখন নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না, কেন্দ্র প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়ে গেছে... যেমন, ব্যালট পেপারে সিল দেওয়া হয়েছে বা পেপারসহ ব্যালট বক্স ছিনতাই হয়ে গেছে, তখন সে কেন্দ্র বন্ধ করতে পারে," তিনি ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও যদি প্রিজাইডিং অফিসার কেন্দ্র বন্ধ না করেন এবং ততক্ষণে বিষয়টি নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত চলে আসে, তখন নির্বাচন কমিশন ওই কেন্দ্র বন্ধ করার ক্ষমতা রাখে। নির্বাচন কমিশন তখন রিটার্নিং অফিসারকে কেন্দ্র বন্ধ করার নির্দেশ দেবে। আর একটা নির্বাচনি এলাকার মাঝে যদি নির্বাচনের নিরপেক্ষতা হারানোর মতো কোনো ঘটনা ঘটে এবং সিসি ক্যামেরা বা নিজস্ব কোনো সোর্স থেকে যদি কমিশন তার প্রমাণ পায়, তাহলে পুরো একটি আসনের ভোটগ্রহণও বন্ধ তথা বাতিল করতে পারবে ইসি। তবে পুরো আসনের ভোট বন্ধ করতে হলে কমিশনকে তদন্ত করে সত্যতা নিশ্চিত করতে হবে, উল্লেখ করে জেসমিন টুলি আরও বলেন, "অধিকাংশে কেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। তবে দুইটা-তিনটা কেন্দ্রেও যদি হয়, তাহলেও ফলাফলের মোড় ঘুরে যায়" বা, যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, যখন ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে না, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নাই, তাহলেও পুরো আসনের ভোট বন্ধ করতে পারে কমিশন। আবার, "এ রকমও হতে পারে যে, কোনো রিটার্নিং অফিসার তার নিরপেক্ষতা হারিয়েছে, পক্ষপাতিত্ব করছে, তখন কমিশন ওই

অফিসারকে সরিয়ে দিয়ে নির্বাচনি পরিবেশ ঠিক করে নির্বাচনটাকে চালানো সম্ভব হয় কিনা, সেই চেষ্টা করতে পারে," যোগ করেন তিনি।

সাধারণত নির্বাচনের আগের পরিবেশ থেকেও কোনো আসনে নির্বাচন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে নির্বাচন কমিশন। জেসমিন টুলির মতে, আগেই বোঝা যায় যে, নির্বাচন কেমন হবে। "কারণ একেকটি এলাকায় একেকজন প্রার্থীর ভোট ব্যাংক থাকে। কোন গ্রামে কার জনপ্রিয়তা বেশি, তা সবাই জানে। তখন প্রতিপক্ষ এটিকে বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন গুজব রটায়, ককটেল ফুটায়, আতঙ্ক ছড়ায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে কমিশন ভোট বন্ধ করতে পারে।" এছাড়া, যদি চলমান অস্থিরতার জন্য 'সাময়িক সময়ের জন্য' ভোটগ্রহণ বন্ধ করা হয়, সেটিকে বলা হয় ভোটগ্রহণ স্থগিত। উদাহরণস্বরূপ, ভোট চলার সময় হঠাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। ভোটের লাইনে হাতাহাতি-মারামারি হয় বা ভোটকেন্দ্রের বাইরে ককটেল ফুটছে, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে। কিন্তু ব্যালট পেপার, ব্যালট বক্স সব রক্ষিত আছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে ভোটের পরিবেশ নিরাপদ করতে প্রিজাইডিং অফিসার সাময়িক সময়ের জন্য ভোট বন্ধ রাখেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তিনি কেন্দ্রে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুরু করেন।

**নির্বাচন বন্ধের ঘটনাপ্রবাহ**

অতীতে পুনঃনির্বাচনের ঘটনা ঘটেছে। ২০২২ সালে গাইবান্ধা-৫ আসনে উপ-নির্বাচনের সময় বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোটের অনিয়মের ছবি দেখে পুরো উপ-নির্বাচন বাতিল করে দেয় কমিশন এবং পরবর্তীতে নতুন করে (৪ জানুয়ারি, ২০২৩) সেখানে ভোট আয়োজন করা হয়। কিন্তু সেই নির্বাচন বন্ধ করার পর আওয়ামী লীগ নেতাদের কঠোর সমালোচনার মুখে পড়ে নির্বাচন কমিশন এবং সেবছরই পুরো আসনের ভোট বাতিলে ইসির ক্ষমতা কমানো হয়। আব্দুল আলীম বলছিলেন, একটি পুরো আসনের ভোট বন্ধের ঘটনা সেবারই প্রথম ঘটে বাংলাদেশের ইতিহাসে। এর আগে একাধিক কেন্দ্র বন্ধের ঘটনা ঘটেছিল শুধু। তবে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল, কিন্তু সেটি সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নয়। ২০০২ সালে ভোলার দৌলতখান পৌরসভা নির্বাচনের সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে একটি উড়োচিঠি আসে যে, সেখানে প্রায় সব প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেছে। চিঠিতে অভিযোগ ছিল, টাকা ও অস্ত্র দিয়ে অনেককে নির্বাচন থেকে সরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। সিইসি ওই চিঠি পেয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং দেখা যায় যে, অভিযোগ সত্য। তখন তিনি পুরো পৌরসভা নির্বাচন বাতিল করে দেন, বলছিলেন আব্দুল আলীম। এদিকে, আরপিওর ওই ধারা সংশোধনের পর ২০২৩ সালের নভেম্বরে লক্ষ্মীপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দুটি আসনের উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটের পরদিন ওই দুটি আসনের তিনটি কেন্দ্রের অনিয়মের ছবি প্রকাশ পায় গণমাধ্যমে। পরে ফলাফল স্থগিত করে তদন্তের নির্দেশ দেয় কমিশন। অনিয়মের প্রমাণ মিললে শুধু তিনটি কেন্দ্রের ফলাফল বাতিল করা হয়।

যদিও, শেষ পর্যন্ত ওই কেন্দ্রগুলোর ভোট বাদেই দুটি আসনেই আওয়ামী লীগ প্রার্থীর অনেক বেশি ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় ফলাফলের গেজেট প্রকাশ করে ইসি। বাংলাদেশে এর আগে একবার পুরো সংসদ নির্বাচনই বন্ধ করা হয়েছিল। ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ছিল তৎকালীন বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদের শেষদিন। সংবিধান অনুযায়ী তখন দায়িত্ব নেওয়ার কথা নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের, যার অধীনে ২০০৭ সালের ২২শে জানুয়ারি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার কাদের নিয়ে গঠিত হবে, সে বিষয়টির সুরাহা না হওয়ায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাঝে সংঘাত শুরু হয়। তখন দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়। "জরুরি অবস্থা জারি করা মানে সাংবিধানিক সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত করতে হয়। ওই বিধি অনুযায়ীই তখন নির্বাচন স্থগিত হয়। নির্বাচন কমিশন বন্ধ করেনি," বলেন আব্দুল আলীম। সেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মাঝে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাসমর্থিত একটি নতুন ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়, যা 'ওয়ান-ইলেভেন' সরকার নামে পরিচিত।

ওই সময়ের কথা উল্লেখ করে জেসমিন টুলি বলেন, "তখন গেজেট করে নির্বাচন বাতিল করা হয়েছিল। তখন তফশিল হয়ে গিয়েছিল। ভোটগ্রহণের দিন ঠিক হয়ে গিয়েছিল।" তিনি বলেন, "ভোটার তালিকা নিয়ে একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। অভিযোগ ওঠে, দেড় কোটির মতো ভুয়া ভোটার আছে। তারপরই বায়োমেট্রিক নিয়ে ভোটার তালিকা শুরু হলো।" বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভোটের সময় সহসা আসন বন্ধ না হলেও, নির্বাচনি কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা খুবই 'কমন' উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, "নির্বাচন হয়েছে, কিন্তু কোনো কেন্দ্র বন্ধ হয় নাই, এরকম ঘটনা বলতে গেলে নাই। উপ-নির্বাচনেও অনেক সময় কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়।" কিন্তু একযোগে দেশের সকল আসনের নির্বাচনও কি বন্ধ করতে পারে নির্বাচন কমিশন? উত্তরে আব্দুল আলীম জানান, "এটা আসনভিত্তিক চিন্তা করতে হবে। আইনে পুরো বাংলাদেশের কথা বলা হয়নি।"

**নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ফিরে পাওয়া 'ইতিবাচক'**

২০২৩ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের (আরপিও) সংশোধন করে। তখন অভিযোগ ওঠে, সরকার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে। সাবেক নির্বাচন কমিশনার ড. এম সাখাওয়াত হোসেন, যিনি বর্তমানে অন্তর্বর্তী সরকারের একজন উপদেষ্টা, ওই বছর বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, আরপিও'র ৯১ ধারায় সংশোধনের ফলে "ইসির আগের সেই ক্ষমতা আর নেই।" তবে ২০২৫ সালের সংশোধনীতে ইসি ক্ষমতা ফিরে পেয়েছে। সাবেক নির্বাচন কমিশনার জেসমিন টুলি এ বিষয়ে বলছিলেন, "এখন এটি পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেছে। এখন যে-কোনো পর্যায়ে নির্বাচন বন্ধ করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের আছে।" "নতুন সংশোধনীতে 'বিভিন্ন নির্বাচনি

আসন' বলা হয়েছে। আসন নিয়েই তো পুরো দেশ” উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, যদি উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো আসন বন্ধ না করা হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশনের এই ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার কোনো নেতিবাচক দিক নেই। নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সদস্য ড. মোহাম্মদ আব্দুল আলীমও মনে করেন যে আইনের এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বেড়েছে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

## ভোট দিতে না গেলে 'আক্রান্ত' হওয়ার ভয় আওয়ামী লীগের তৃণমূলে

আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রী রমেশ চন্দ্র সেন কারাগারে মারা যান গত শনিবার সকালে। এই খবর জানার পরই ঠাকুরগাঁওয়ে তার বাসায় ছুটে যান জেলার সদর আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। কিছুক্ষণ পরই রমেশ চন্দ্র সেনের বাসভবনে সমবেদনা জানাতে দেখা যায় জামায়াতের প্রার্থী দেলোয়ার হোসেনকেও। আওয়ামী লীগ নেতার বাড়িতে বিএনপি ও জামায়াত- দুই দলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ছুটে যাওয়ার এই ঘটনা রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে দুই দলই টার্গেট করছে আওয়ামী লীগের ভোট। শুধু ঠাকুরগাঁও জেলায় নয়, বরং সারা দেশেই দুই দলের নেতারা আওয়ামী লীগের ভোট টানার চেষ্টা করছেন। যদিও আওয়ামী লীগ বলছে, ভোট বর্জনের কথা। কিন্তু এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটাররা কতটা অংশ নেবেন, অংশ নিলে তাদের সমর্থন কোন দলের দিকে যাবে, এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সবখানে। আবার আওয়ামী লীগের ভোটাররা আদৌ ভোট দিতে যাবেন কি-না, সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভোটাররা ভোট দিতে গেলে সেটা যেমন ভোটার অংশগ্রহণের হার বাড়াবে, তেমনই আবার ভোট দিতে না গেলে ভোটের হার কমেও যেতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।

### আওয়ামী লীগের ভোট কত?

আওয়ামী লীগের এখন কার্যক্রম নিষিদ্ধ। দলটির নেতারা ছত্রভঙ্গ। যদিও দলটির বড়ো সমর্থকগোষ্ঠী আছে বলেই সব সময় মনে করা হয়। কিন্তু ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন এবং দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার পর দলটির 'বড়ো সমর্থকগোষ্ঠী' কতটা অবশিষ্ট আছে, তা স্পষ্ট নয়। ভোটারদের মধ্যেও দলটির সমর্থন কতটা আছে, সেটাও একটি প্রশ্ন। এর সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর নেই, কারণ তথ্য নেই। তবে এখানে একটু ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়। নির্বাচন কমিশনের হিসেবে আওয়ামী লীগের সর্বোচ্চ ভোট ছিল ১৯৭৩ সালে ৭৩ শতাংশ। কিন্তু এরপরের নির্বাচনেই, ১৯৭৯ সালে দলটির ভোট সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে যায়। সেটা হচ্ছে ২৪ শতাংশ। এরপর ১৯৮৬ সালে ২৬ শতাংশ, ১৯৯১ সালে ৩০ শতাংশ, ১৯৯৬ সালে ৩৭ শতাংশ, ২০০১ সালে ৪০ শতাংশ এবং ২০০৮ সালে ৪৮ শতাংশ ভোট পায় আওয়ামী লীগ। অর্থাৎ একবার পড়ে যাওয়ার পর দলটির ভোট ক্রমান্বয়ে আবার বেড়েছে। তবে ২০২৬ সালে এসে বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগের ভোটের হার কেমন হতে পারে, সেটা বুঝতে ১৯৭৯ সালের নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হতে পারে। সেই নির্বাচনের চার বছর আগেই আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। তখনও দলটি বিপর্যস্ত অবস্থার মোকাবিলা করছিল। তবে দলটির নেতারা দেশেই ছিলেন। ১৯৭৯ সালের সেই নির্বাচনে বিপর্যস্ত অবস্থায় আওয়ামী লীগ ভোট পায় দলটির ইতিহাসের সর্বনিম্ন ২৪ শতাংশ। তবে এবারও যে আওয়ামী লীগের সমর্থন ২৪ বা ২৫ শতাংশই হবে, তেমনটা নাও হতে পারে।
বিশ্লেষকদের অনেকে মনে করেন, আওয়ামী লীগের ভোট ২০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশের মধ্যেই থাকতে পারে। “আওয়ামী লীগের জনসমর্থন কমেছে, নাকি বেড়েছে, তা নিয়ে নানা জরিপ হয়েছে। কিন্তু এই সংখ্যাটা জরিপের উপর নির্ভর করছে না। আমার কাছে মনে হয়, এটা দেখতে গেলে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হতো। আমি যদি তাদের ভোট ৩০ শতাংশও ধরি, তাহলে এই সংখ্যক ভোটারকে নির্বাচনের বাইরে রাখলে সেটা অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে না।” বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও রাজনীতি বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন।

### ভোট নিয়ে আওয়ামী লীগ এবং ভোটাররা কী বলছে?

সারা দেশে যখন নির্বাচনের আমেজ, রাজনৈতিক দলগুলো ইতোমধ্যে ভোটের প্রচারণা শেষ করে ফেলেছে, তখন নির্বাচনের বাইরে থাকা কাযক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ মূলত সামাজিক মাধ্যমে ভোট বর্জনের প্রচারণা করছে। দলীয় পেইজগুলোয় এবং সমর্থকদের আইডিগুলোতে লেখা হচ্ছে, 'নো বোট, নো ভোট' অর্থাৎ 'নৌকা নেই, ভোটও নেই'। এর মধ্যেই তিনদিন আগে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় তার ফেসবুক পেইজে এক বক্তব্যে জানিয়েছেন, তার ভাষায়, এটি “একটি সাজানো নির্বাচন,” যেখানে আওয়ামী লীগকে বাইরে রাখা হয়েছে। এই নির্বাচনে “ভোট দিয়ে কোনো লাভ নেই,” মন্তব্য করে তিনি ভোট বর্জনের আহ্বান জানান। তবে ভোট দিতে যাওয়া, না যাওয়া নিয়ে আওয়ামী লীগ করেন বা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া আছে। ঢাকার বাইরে আওয়ামী লীগের একটি জেলার উপজেলা কমিটিতে আছেন, এমন একজন ব্যক্তি আহসান হাবিব (এটা তার ছদ্মনাম)। তিনি নাম-পরিচয় গোপন রাখার শর্তে কথা বলেন বিবিসি বাংলার সঙ্গে। “আমি তো ভোট দিতে যাবই না। আমার পরিবারের কেউই যাবে না। অনেকে মনে করতে পারেন যে, গিয়ে হয়ত ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ ভোট দিতে পারি। আসলে সেটাও দেব না,” বলেন তিনি। কিন্তু ভোট না দিলে কী লাভ, এমন প্রশ্নে পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই নেতা জানান, এতে ভোটের হার কমে যাবে। “এখানে লাভ হলো- প্রথমত, এটা নেত্রীর নির্দেশ। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমরা যদি ভোট দিতে না যাই, তাহলে ভোটের হার কম হবে। ভোটের হার যদি কম হয়, তাহলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না, বিশ্বাসযোগ্য হবে না।” এই

ব্যক্তির কথায় দুটি বিষয় স্পষ্ট। এক. নির্বাচন যে হচ্ছে, দলটির তৃণমূল সেটা মেনে নিয়েছে। এর আগে, অনেকেই বিশ্বাস করতেন, নির্বাচন হবে না। দুই. যেহেতু নির্বাচন হয়ে যাবে বলেই মনে করছে, সেহেতু এখন চেষ্টা হচ্ছে, ভোট বর্জন করে ভোটার উপস্থিতি কম রাখা।

তবে আওয়ামী লীগ ভোট বর্জনের আহ্বান করলেও, দলটির জন্য মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা বেশ কঠিন। বিশেষ করে, আওয়ামী লীগের কমিটিতে নেই, কিন্তু দলটির সাধারণ সমর্থক এমন ভোটারদের কেউ কেউ বলছেন, তারা ভোট দিতে যাবেন। এ রকমই একজনের সঙ্গে কথা হয় বিবিসি বাংলার। তিনিও পরিচয় প্রকাশ করতে চাননি। "পরিবার থেকে ওই আতঙ্কটা সব সময় বিরাজ করে যে, আমরা তো আওয়ামী পরিবার। এখন আমরা যদি ভোট দিতে না যাই, তাহলে আক্রান্ত হবো। আমাদেরকে চিহ্নিত করে রাখা হবে। আসলে ভোট দিতে যেতে হবে, ভয়ে। ভয়টাই মূল কারণ। আমাকে তো বাঁচতে হবে। আমার তো দুর্নীতির টাকা নেই যে, অন্য নেতাদের মতো দেশ থেকে পালিয়ে যেতে পারবো।" একই রকম পরিস্থিতির কথা জানান, একটি জেলার উপজেলা কমিটির সদস্য আহসান হাবিব। তিনি অবশ্য দুটি কারণ উল্লেখ করেন। এক. আওয়ামী লীগ ফিরে আসতে পারবে কি-না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে অনেকের মধ্যে। ফলে তারা "যে-কোনো একটা সাইডে (দলে)" চলে যাচ্ছে। দুই. ব্যবসা-বাণিজ্যসহ এলাকায় টিকে থাকার চেষ্টায় অনেক সমর্থক কোনো না কোনো দলে ভিড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। দলগুলো থেকেও ভোট দিতে যাওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

## ভোট কেন্দ্র ঘিরে হামলা-বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

"ভোট তো দিতেই চাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রে যাওয়া হবে কি-না, সেটা নির্ভর করছে কালকের পরিবেশ-পরিস্থিতির ওপর" বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন বিলকিস আক্তার। মিজ আক্তার ঢাকা-১৮ আসনের ভোটার, যেখানকার ২১৮টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৮৯টিই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আবার পুলিশের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে যে তালিকা পাঠানো হয়েছে, সেখানে ঢাকা সিটি করপোরেশন এলাকার ৭৫ শতাংশের বেশি ভোটকেন্দ্রই ঝুঁকিপূর্ণ বলা হয়েছে। দেশের সব ভোটকেন্দ্রের মধ্যে 'ঝুঁকিপূর্ণ' কেন্দ্র ৪০ শতাংশের ওপরে। বাংলাদেশের এবারের সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ভোটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ইস্যুতে। বিশেষ করে, নির্বাচনের তফশিল ঘোষণার পর গুলিতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় অনেকে আরও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকারের গত দেড় বছরে পুলিশ বাহিনী পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে না পারায় বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষকরাও আগে থেকে সতর্ক করে আসছেন। বিষয়টি আমলে নিয়ে এবারের নির্বাচনে 'নজিরবিহীন' নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। "আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর রেকর্ড সংখ্যক সদস্যকে আমরা মাঠে রেখেছি। সেইসঙ্গে, কেন্দ্রগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা এবং পুলিশের কাছে বডি ওর্ন ক্যামেরা (পোশাকের সঙ্গে যুক্ত করা যায় এমন ছোট ক্যামেরা, যা সরাসরি ভিডিও ধারণ করে রাখে), যা আগে কোনো নির্বাচনে দেখা যায়নি। কাজেই ভোটারদের ভয়ের কোনো কারণ নেই," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার।

নির্বাচন কমিশনের এসব পদক্ষেপে স্বস্তি প্রকাশ করলেও, নিরাপত্তা ইস্যুতে ভোটের দিন ভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ সামনে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। "নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নেওয়া ব্যবস্থাগুলো স্বস্তিদায়ক। কিন্তু শঙ্কার আরেকটি বড়ো জায়গা রয়ে গেছে, সেটি হলো- গুজব ও অপতথ্য," বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞ আব্দুল আলীম। "এটা মনিটরিং (পর্যবেক্ষণ) করে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে ভোটের দিন পরিস্থিতি সহিংস হয়ে উঠতে পারে এবং সেটার ফলে কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি কমে যেতে পারে," বলেন মি. আলীম।

**প্রস্তুতি কেমন?**

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে 'শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক' করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। "নির্বাচনের জন্য সব প্রস্তুতি নিশ্চিত করা হয়েছে, আমি একটি শান্তিপূর্ণ, বিশ্বাসযোগ্য এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কমিশনের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করতে চাই," বুধবার ঢাকায় বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে বলেন মি. উদ্দিন। বুধবার সকাল থেকেই ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে শুরু করেছে ব্যালট পেপার, বক্স, সিল, কালিসহ অন্যান্য নির্বাচনি সরঞ্জাম। রাতের মধ্যেই ৪২ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্রে সেগুলো পৌঁছে যাবে। একজন প্রার্থীর মৃত্যু হওয়ায়, শেরপুর-৩ আসনে ভোট স্থগিত করা হয়েছে। ফলে সেটি বাদে বাকি ২৯৯টি আসনে বৃহস্পতিবার সকালে একযোগে শুরু হবে ভোটগ্রহণ। এদিন সকাল সাড়ে ৭টায় শুরু হয়ে একটানা ভোটগ্রহণ চলবে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। এবারের নির্বাচনে ভোটাররা দুটি ব্যালট পেপারে ভোট দেবেন। সেগুলোর মধ্যে একটি সাদা ব্যালট, যা মূলত সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ব্যবহৃত হবে। অন্য ব্যালটটির রং গোলাপি, যা ব্যবহৃত হবে গণভোটের জন্য। "ভোটগ্রহণ শেষে প্রিসাইডিং কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ভোটকেন্দ্রেই গণনা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং পরে রিটার্নিং কর্মকর্তারা তা সংকলন করে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করবেন। এভাবে ভোটগ্রহণ ও গণনার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে," বলেন সিইসি মি. উদ্দিন। এবারের নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বিশ্বের ৪৫টি দেশ ও সংস্থা থেকে প্রায় ৩৩০ জন প্রতিনিধি থাকছেন বলে

জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর বাইরে, দেশের ভেতরের ৮১টি নিবন্ধিত সংস্থার ৪৫ হাজারের বেশি পর্যবেক্ষক মাঠে থাকবেন বলেও জানানো হয়েছে।

**ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র কতগুলো?**

সাধারণত, নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত করার পরই পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কয়েকটি মানদণ্ডকে সামনে রেখে 'ঝুঁকিপূর্ণ' কেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করে। এক্ষেত্রে, অতীতে যে-সব কেন্দ্রে সহিংসতা, ভাঙচুর বা ব্যালট ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণের তালিকায় রাখা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকা তৈরি করা হয়। অর্থাৎ পার্বত্য অঞ্চল, দুর্গম চরাঞ্চল বা সীমান্তবর্তী এলাকার কেন্দ্রগুলোকেও রাখা হয় ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের তালিকায়। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বাড়ি কিংবা প্রভাবশালী কোনো রাজনৈতিক নেতার বাড়ির পাশে যদি কোনো ভোটকেন্দ্র থাকে, সেটিও রাখা হয় এই তালিকায়। ভঙ্গুর যাতায়াত ব্যবস্থা কিংবা যে জায়গায় কোনো ধরনের সহিংসতা ঘটলে সহজে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী পৌঁছাতে পারে না, সেই কেন্দ্রগুলোকেও 'ঝুঁকিপূর্ণ' কেন্দ্রের তালিকায় রাখা হয়। এছাড়া যে-সব ভোটকেন্দ্রে অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে, প্রতিষ্ঠানের সীমানা প্রাচীর নেই, সেই সব কেন্দ্রকেও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ৪২ হাজারেরও অধিক ভোটকেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশের বেশি কেন্দ্রকে নানান কারণে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্য জেলার তুলনায় ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন এলাকায় থাকা ১৫টি আসনে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যাও বেশি বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেখানে ঢাকা সিটি করপোরেশনের ২ হাজার ১৩১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১ হাজার ৬১৪টিই ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলোর নিরাপত্তায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেছে নির্বাচন কমিশন। "ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে যেন নির্বিঘ্নে ভোট অনুষ্ঠিত হয়, সেজন্য বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে," বিবিসি বাংলাকে বলেন, নির্বাচন কমিশনার মি. সরকার।

**কেন্দ্রের নিরাপত্তায় কী ব্যবস্থা?**

এবারের নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর প্রায় ৯ লাখ ৫৮ হাজার সদস্য মাঠে রয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে সেনাসহ এক লাখেরও বেশি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নির্বাচনে নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকবেন। ভোটকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো সশস্ত্র বাহিনীকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের মুখপাত্র (এআইজি) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, এবারের নির্বাচনে সারা দেশে ১ লাখ ৫৭ হাজার পুলিশ কেন্দ্রের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবে। তাদের সাথে সাপোর্টিং হিসেবে আরো ৩০ হাজার পুলিশ বাহিনীর সদস্য। সব মিলিয়ে ভোটে পুলিশ বাহিনীর ৮৮ শতাংশ সদস্যই নির্বাচনে মাঠে দায়িত্ব পালন করবে বলে জানান মি. হোসেন। যে-সব কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন থাকবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সারা দেশের ৪২ হাজার ৭৬১টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে সাধারণ ভোটকেন্দ্রতে অস্ত্রসহ দুইজন পুলিশ, আনসার ভিডিপি, গ্রাম পুলিশ কেন্দ্রের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবেন। মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরের যে-সব কেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ বা অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসাব তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, সেখানে তিন থেকে চারজন অস্ত্রসহ পুলিশ কেন্দ্রের নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করবেন।

তবে আনসার, ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশের সংখ্যা একই পরিমাণে থাকবে। অন্যদিকে, মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে যে-সব ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র রয়েছে, সেখানে অস্ত্রসহ পুলিশ থাকবে চারজন করে। ঢাকাসহ সারা দেশের ঝুঁকিপূর্ণ ভোট কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এর বাইরে, এসব কেন্দ্রে পুলিশের যে-সব সদস্যরা নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন, তাদের সঙ্গে থাকবে বডিওর্ন ক্যামেরা। ভোট কেন্দ্রগুলোতে পুলিশের সঙ্গে ২৫ হাজারের বেশি বডিওর্ন ক্যামেরা থাকবে। এর মধ্যে ১৫ হাজার বডিওর্ন ক্যামেরা 'অনলাইনে' থাকবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের কর্মকর্তারা। "সেগুলো আমাদের সার্ভার স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ভোটকেন্দ্রের লাইভ ভিডিও দেখা যাবে। ফলে সার্বক্ষণিকভাবে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন পুলিশের উপ-কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান, যিনি ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) মুখপাত্রের দায়িত্বে রয়েছেন।

পুলিশের বাকি প্রায় ১০ হাজার বডিওর্ন ক্যামেরা থাকবে 'অফলাইন'। এসব ক্যামেরায় ধারণ করা ভিডিও সেটির মেমোরিতে রেকর্ড থাকবে, যা প্রয়োজনে পরে ব্যবহার করা যাবে। এগুলোর বাইরে, নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কয়েকশ' ড্রোন এবং ডগ স্কোয়াড টিম মাঠে থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমসহ সাইবার পরিসরে 'গুজব বা অপতথ্য' ছড়ানো নিয়ে সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার যে আশঙ্কার কথা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেটির বিষয়ে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে? "গুজব ও অপতথ্য চেক করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমাদের আলাদা ম্যাকানিজম রয়েছে। এছাড়া পুলিশের সাইবার সেলসহ আরও অনেক সরকারি সংস্থা বিষয়টির দিকে নজর রাখছে। কাজেই সহিংস পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে না বলে আমরা আশা করছি," বিবিসি বাংলাকে বলেন নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

## নির্বাচন নিয়ে যে-সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ

“ভোটকেন্দ্র কোথায়, এখনো সেটা জানি না। আগে তো বাসায় স্লিপ দিয়ে যেত। এবার কেউ ভোটার স্লিপ দিয়ে যায়নি। এমনিতে সব সময়ই লেডি দেহলভি স্কুলে ভোট দিয়েছি। হয়ত ওই কেন্দ্রই হবে। সমস্যা নাই, সার্চ করলেই জানা যাবে,” কথাগুলো বলছিলেন চাঁদপুরের একজন ভোটার সেলিনা আক্তার। ভোটারদের এবার ভোটকেন্দ্রে গিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত গণভোটসহ মোট দুইটি ভোট দিতে হবে। আবার ভোটগ্রহণের সময়ও এবার এগিয়ে আনা হয়েছে এবং এক ঘণ্টা সময়ও বাড়ানো হয়েছে। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শুরু হতে আর ১৬ ঘণ্টারও কম সময় হাতে রয়েছে। গুগল ও স্যোশাল মিডিয়ায় দেখা গেছে, নির্বাচনের ঠিক আগেভাগে এ নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ। যেমন : ইলেকশন ২০২৬, স্মার্ট ইলেকশন ম্যানেজম্যান্ট বিডি ২০২৬, ভোটার স্লিপ বিডি, ভোটার নম্বর চেক অনলাইন, ভোট সেন্টার চেক, ভোটার নম্বর বের করার নিয়ম এমন নানা শব্দ গুগলে লিখে ভোটের শেষ মুহূর্তে বুধবারও মানুষ এ সম্পর্কিত তথ্য জানতে চাচ্ছেন। কেবল দুইটি শব্দ বাংলায় লিখে সার্চ করেছেন বা খুঁজেছেন ভোটাররা। তবে বেশিরভাগ শব্দই ইংরেজিতে লিখে সেটি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। গুগল বা সামাজিক মাধ্যমে মানুষ জানতে চেয়েছেন এমন বেশ কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর এই লেখায় তুলে ধরা হলো।

**ইলেকশন ২০২৬**

গুগল সার্চের একদম ওপরে রয়েছে এই শব্দটি। জাতীয় নির্বাচন ২০২৬, জাতীয় সংসদ নির্বাচন এরকম আরো কয়েকটি শব্দ দিয়ে মানুষ নির্বাচন সম্পর্কেই বেশি জানতে চেয়েছেন। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত ৫৯টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে ৫১টি দল। বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় পার্টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ মোট ৫১ দলের প্রার্থীরা নির্বাচন করছেন। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ছাত্র-তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টিও এবারই প্রথমবার শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে ভোটে অংশ নিচ্ছে। নিবন্ধন স্থগিত থাকায় এবার ভোটে অংশ নিতে পারছে না ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগ। নিবন্ধিত দল হলেও ভোট করছে না এমন আরো কয়েকটি জাসদ, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি, বিকল্প ধারা বাংলাদেশ ইত্যাদি দল। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ ভোটার রয়েছে এবারের নির্বাচনে। সারা দেশের আসনভিত্তিক যে ভোটার তালিকা ইসি প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা গেছে, এবার ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার এবং নারী ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার। এছাড়া হিজড়া ভোটার ১ হাজার ১২০ জন।

**ভোট কখন শুরু, কখন শেষ?**

বাংলাদেশে এর আগে যে-সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোতে সাধারণত সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হতো। বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটাররা ভোট দিতে পারতেন। কিন্তু এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরুর সময় আধা ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ভোটাররা ভোট দিতে পারবেন।

**ভোট সেন্টার**

চাঁদপুরের ভোটার সেলিনা আক্তারের মতো অনেক ভোটারই এবার নিজের ভোটকেন্দ্র নিয়ে এখনো সংশয়ে ভুগছেন। তবে মিজ আক্তারের মতো অনেকেই গুগলে নিজের ভোটকেন্দ্র কোনটি, সেটি বের করতে ভোট সেন্টার চেক, ভোট সেন্টার এমন বেশ কিছু শব্দ দিয়ে তথ্য জানতে চাচ্ছেন। গুগল ট্রেন্ড ঘেঁটে দেখা যায়, গত একদিনে সবচেয়ে বেশি যে শব্দটি সার্চ করা হয়েছে, সেটি হলো ভোট সেন্টার চেক বিডি বা ভোটকেন্দ্র চেক। অর্থাৎ ভোটাররা এখনো তার ভোটকেন্দ্র কোনটি, সেটি নিয়ে জানতে চান। এমন ভোটারদের জন্য নির্বাচন কমিশন এবার অ্যাপ, হটলাইন নম্বর, এসএমএস সেবা চালু করেছে। এমনকি নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে গিয়েও ভোটার তার ভোটকেন্দ্র কোনটি, সেটি সম্পর্কে জানতে পারবেন। ইসির ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখা যায়, ভোটকেন্দ্র নামে একটি অপশন রয়েছে। সেখানে ভোটকেন্দ্র অনুসন্ধানের জন্য দুইটি তথ্য দিতে হয়। একটি ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর এবং অপরটি জন্ম তারিখ। এই দুই তথ্য লিখে অনুসন্ধানে ক্লিক করলেই দেখা যায়, ভোটকেন্দ্রের তথ্যের বিস্তারিত পাওয়া গেছে। ভোটার নম্বর, ক্রমিক নম্বর, লিঙ্গ, ভোটকেন্দ্রের নাম এবং কেন্দ্রের অবস্থানও ম্যাপে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে।

**স্মার্ট ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বিডি ২০২৬**

গুগল ট্রেন্ডের সার্চের একেবারে শুরুর দিকে এই শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। মূলত, স্মার্ট ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বিডি, একটি অ্যাপ, যেটি নির্বাচন কমিশন ভোটারদের নানা তথ্য পাওয়ার জন্য চালু করেছে। এই অ্যাপে ঢুকে একজন ভোটার তার ১০ নম্বর অথবা ১৩ নম্বরের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্ম তারিখ দিয়ে সার্চ দিলেই তার ভোটকেন্দ্র পেয়ে যাবেন। আবার ভোটার নম্বরও এই অ্যাপে পাওয়া যাবে।

**ভোটার নাম্বার বের করার নিয়ম**

ভোটার সিরিয়াল নম্বর চেক, ভোটার নম্বর চেক, ভোটার সিরিয়াল নম্বর বের করার নিয়ম জানতে চেয়ে সার্চ করছেন অনেক ভোটার। এসব তথ্য যাতে ভোটার পূর্ণাঙ্গভাবে পায়, সে কারণে নির্বাচন কমিশন নিজেদের ওয়েবসাইট, স্মার্ট

ইলেকশন ম্যানেজম্যান্ট বিডি অ্যাপ, এসএমএস, হটলাইন নম্বরে ফোন করে তথ্য পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। যে-কোনো ভোটার হটলাইন নম্বর ১০৫-এ ফোন করে নিজের ভোটকেন্দ্র এবং ভোটার নম্বর বের করতে পারবেন। ১০৫-এ ফোন করে অপারেটরের সাথে কথা বলতে ৯ চাপতে হবে। পরে ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্ম তারিখ দিয়ে ভোটার নম্বর যেমন জানা যাবে, তেমনি ভোটকেন্দ্রের নামও জানতে পারবেন ভোটাররা।

**ভোটার স্লিপ**

গুগল ট্রেন্ডে ঘেঁটে দেখা যায়, ভোটার স্লিপ, ভোটার স্লিপ চেক, ভোটার স্লিপ পিডিএফ ডাউনলোড ২০২৬ এমন শব্দ লিখে ভোটাররা গত সাতদিনে তথ্য খুঁজেছেন। ভোটার স্লিপ হচ্ছে এমন একটি তথ্যসংবলিত কাগজ, যেখানে ভোটারের নামের পাশাপাশি ভোটার নম্বর ও ভোট কেন্দ্র লেখা থাকে। বাংলাদেশে সাধারণত বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দেখা গেছে, স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার, কাউন্সিলার বা প্রার্থীদের পক্ষ থেকে ভোটারের নম্বর, ভোটকেন্দ্র সংবলিত একটি স্লিপ দেওয়া হতো। কিন্তু এই ভোটার স্লিপ আসলে সরকারি কোনো স্লিপ নয়। কিন্তু এবার বেশিরভাগ জায়গাতেই এসব স্লিপ দেওয়া হয়নি। এবার এই স্লিপ ভোটাররা পাননি, যেটি বিবিসি বাংলাকে মিজ আক্তারই বলেছিলেন।

**ভোটকেন্দ্রে সেলফি তুলতে পারবো?**

অনেক ভোটার আছেন, যারা চান স্মৃতি জমিয়ে রাখতে। আবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট প্রথমবার দেবেন, এমন ভোটাররা হয়ত ছবি তুলে রাখতে চাইবেন। এবারের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রের চারশো গজের মধ্যে মোবাইল ফোন নেওয়ার ওপর নির্বাচন কমিশন প্রথমে নিষেধাজ্ঞা দিলেও, তীব্র সমালোচনার মুখে তা প্রত্যাহার করে নেয়। পরে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটের দিন ভোটার, প্রার্থী, এজেন্ট এবং সাংবাদিকরা ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে পারবে এবং ছবিও তোলা যাবে। কিন্তু কোনোভাবেই গোপন কক্ষের ভেতরে মোবাইল নিয়ে প্রবেশ করা বা ছবি তোলা যাবে না বলে জানিয়েছে ইসি। অর্থাৎ ভোটাররা বুথের যে গোপন কক্ষে ব্যালট পেপারে ভোট দেবেন, সেখানে মোবাইল নিয়ে যাওয়া ও ছবি তোলায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তবে সাধারণ ভোটারদের ভোটকেন্দ্রের ভেতরে মোবাইল ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়নি। ফলে ভোটকেন্দ্রের ভেতরে ঢুকে ছবি বা সেলফি তোলার সুযোগ নেই।

**মুখের নিকাব খুলতে হবে?**

অনেক ভোটার আছেন, যারা মুখ ঢেকে পর্দা করেন, তারা কিছুটা শঙ্কায় ভোট দিতে গেলে কী মুখের পর্দা বা নিকাব খুলতে হবে? নির্বাচনি আইন অনুযায়ী, প্রথম পোলিং অফিসারের দায়িত্বই হলো ভোটারের চেহারার দিকে তাকানো। ওই কর্মকর্তার কাছে থাকা ভোটার তালিকার ছবির সাথে ভোটারের চেহারা মিলিয়ে দেখে তিনি উচ্চ স্বরে ভোটারের নাম ও ভোটার নম্বর বলবেন। পরে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রতীক সংবলিত একটি ব্যালট পেপার ও গণভোটের 'হ্যাঁ', 'না' সংবলিত আরেকটি ব্যালট পেপার দিয়ে আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে দেবেন নির্বাচনি কর্মকর্তা। কিন্তু যদি পরিচয় গোপন করে বা ছদ্মবেশে জাল ভোট দিতে ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন, এমন বিষয় প্রমাণ হয়, তবে ওই কর্মকর্তা তাকে নির্বাচনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সোপর্দ করবেন। তিনি তখন সামারি ট্রায়ালের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বিচারের দায়িত্ব পালন করবেন। এমন অপরাধে ছয় মাস পর্যন্ত জেল ও জরিমানাও হতে পারে।

**নির্বাচনের দিন যানবাহন চলবে কী?**

রাজধানী ঢাকায় এখনো এমন অনেক ভোটার আছেন, যারা অন্য জেলার ভোটার, কিন্তু ঢাকা ছেড়ে যাননি। বুধবার বিকেলে বা রাতে ঢাকার বাইরে যেতে কোনো যানবাহন আছে কি না, এমন বিষয়ও গুগলে সার্চ করে দেখছেন তারা। এদিকে, নির্বাচন ঘিরে যানবাহন চলাচলে নানা ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের পূর্বঘোষণা অনুযায়ী, মঙ্গলবার ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা থেকে ভোটের পরদিন ১৩ই ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত মোট ৭২ ঘণ্টা মোটরসাইকেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। এই কারণে মঙ্গলবার রাত থেকেই বন্ধ রয়েছে রাইড শেয়ারিং অ্যাপের মোটরসাইকেল সার্ভিস। এছাড়া ১১ ফেব্রুয়ারি, বুধবার মধ্যরাত থেকে ভোটের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত পিকআপ, মাইক্রোবাস, ট্রাক, লঞ্চ চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, প্রশাসন ও অনুমতিপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষকদের যানবাহন এই আওতামুক্ত থাকবে। জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন, ঔষধ, স্বাস্থ্য-চিকিৎসা ও অনুরূপ কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং সংবাদপত্র বহনকারী সকল ধরনের যানবাহনও চলাচল করতে পারবে।

**গণভোটের ব্যালট ফেলবো কোন বাক্সে?**

সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একই সাথে অনুষ্ঠিত হওয়ায় দুটি ব্যালটেই একই সাথে ভোট দিতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদ নির্বাচনের জন্য যে ব্যালট থাকবে, সেটি হবে সাদাকালো আর গণভোটের ব্যালট পেপার হবে গোলাপি রঙের। দুইটি ব্যালট পেপার এক বাক্সে ফেলবেন কিনা- এ বিষয়ে কিছুটা সংশয়ে রয়েছেন অনেক ভোটার। এই বিষয়ে সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন একটি পরিপত্র জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, "জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত, নির্ধারিত এবং সরবরাহকৃত স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সই গণভোটের বাক্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে। ভোটারগণ ভোট

প্রদান শেষে জাতীয় সংসদের ব্যালট ও গণভোটের ব্যালট একই বাক্সে ফেলবেন।" অর্থাৎ, ভোটার জাতীয় নির্বাচনের ব্যালট ও গণভোটের ব্যালটে সিল দেওয়ার পর সেটি একই বাক্সে ফেলবেন।

**ভোটের ফলাফল কখন জানা যাবে?**

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ভোটগ্রহণ শেষে ফলাফল কখন জানা যাবে এমন প্রশ্ন রয়েছে। কেননা এবারই প্রথম সংসদ নির্বাচনের সঙ্গেই গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ফলে ভোট গণনা ও ফল প্রকাশে সময় বেশি লাগবে, সেটি ইতোমধ্যেই নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে। ইসির কর্মকর্তারা গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভোটগ্রহণ শেষে ভোট গণনা শুরু হবে। কেন্দ্র থেকে গণনার পরে সেই ফলাফল উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ে যায়। সেখান থেকে সেটি জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় হয়ে নির্বাচন কমিশনে পৌঁছায়। এরপর সেখান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। সাধারণত বাংলাদেশের বেতার ও টেলিভিশনে এসব ফলাফল প্রচার করা হয়। অতীতের সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মধ্যরাত নাগাদ কোন আসনে, কোন প্রার্থী এগিয়ে রয়েছে, সেই সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। কিন্তু এবার গণভোট একসাথে গণনার ফলে সময় কিছুটা বেশি লাগতে পারে। তবে, ধারণা করা হচ্ছে, অনানুষ্ঠানিক পূর্ণাঙ্গ ফলাফল পেতে শুক্রবার দুপুর কিংবা বিকেল হয়ে যেতে পারে। ফলাফল নিয়ে আপত্তি না থাকলে, যাচাই-বাছাই শেষে নির্বাচন কমিশন চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশ করে। সেটাই আনুষ্ঠানিক সরকারি ফলাফল। এটা আসতে আসতে শনিবার বা রোববার পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক গেজেট প্রকাশের পরবর্তী তিনদিনের মধ্যে নির্বাচিত সদস্যের শপথ পড়ানোর বিধান রয়েছে।

**নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার শপথ পড়াবেন কে?**

গত ৫ ফেব্রুয়ারি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, ভোটগ্রহণের তিনদিন পরই নতুন প্রধানমন্ত্রীর শপথ অনুষ্ঠান হতে পারে। ১৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শপথগ্রহণ করতে পারেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, যেহেতু জাতীয় সংসদ কার্যকর নেই, তাহলে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্যদের শপথ পাঠ করাবেন কে? অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সেদিন (৫ ফেব্রুয়ারি) গণমাধ্যমে জানিয়েছেন, স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীর পদত্যাগ ও ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকু গ্রেফতার হওয়ায়, রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রধান বিচারপতি অথবা তিনদিন পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার শপথ পড়াতে পারেন। অন্তর্বর্তী সরকার দ্রুত শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা চায় উল্লেখ করে মি. নজরুল জানিয়েছেন, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে শপথের সম্ভাবনা বেশি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ১১.০২.২০২৬ আলী আহমেদ)

## এনএইচকে

### ২০২৫ সালে জাপানের জাতীয় ঋণ রেকর্ড সর্বোচ্চে

জাপানের সরকারি ঋণ গত বছরের শেষে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। অর্থ মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, ২০২৫ সালের শেষে বকেয়া সরকারি ঋণ ছিল ১,৩৪২.১৭২ ট্রিলিয়ন ইয়েন বা প্রায় ৮.৬ ট্রিলিয়ন ডলার, যা হলো এক বছর আগের তুলনায় প্রায় ২৪.৫ ট্রিলিয়ন ইয়েন বেশি। একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সরকারি বন্ডের পরিমাণ হলো প্রায় ১,১৯৭.৬ ট্রিলিয়ন ইয়েন, স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বিল প্রায় ১০০.৪ ট্রিলিয়ন ইয়েন এবং ঋণের পরিমাণ প্রায় ৪৪.১ ট্রিলিয়ন ইয়েন। সরকারি বন্ডের হিসাব ২৪ ট্রিলিয়ন ইয়েনেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান সামাজিক, নিরাপত্তা ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় পূরণে সরকারি বন্ডের বিক্রির ফলে দায় বৃদ্ধির পাশাপাশি, প্রতি অর্থবছরে সম্পূরক বাজেট সংকলনের কারণে জিডিপির সাথে বকেয়া ঋণের ভারসাম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি সানায়ের সরকার "দায়িত্বশীল এবং সক্রিয় সরকারি অর্থ ব্যবস্থার" পক্ষে। তারা জানায় যে জিডিপির সাথে বকেয়া ঋণের অনুপাতকে ধীরে ধীরে হ্রাস করা হবে।(এনএইচকে ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

## ডয়চে ভেলে

### নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশে এসেছেন ৩৯৪ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক

বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট পর্যবেক্ষণে এরই মধ্যে ঢাকায় পৌঁছেছেন অন্তত ৩৯৪ জন আন্তর্জাতিক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ও ১৯৭ জন বিদেশি সাংবাদিক। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং এই তথ্য দিয়েছে। দ্বাদশ নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকের সংখ্যা ছিল ১২৫ জন, একাদশ জাতীয় নির্বাচনে ১৫৮ জন এবং দশম নির্বাচনে সংখ্যাটি ছিল চারজন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এবার বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনস (এএনএফরেল) ২৮ জন, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট ২৭ জন, যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আইআরআই ১৯ জন এবং এনডিআই একজন পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ওআইসি এবং আইসিএপিপি থেকে দু'জন করে এবং ইউরোপিয়ান এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিসের পক্ষ থেকেও একজন প্রতিনিধি নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এসেছেন। এ ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ মোট ২১টি দেশ থেকে পর্যবেক্ষক দল এসেছে। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, তুরস্ক, জাপান, চীন, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, ইরান, জর্জিয়া, ভুটান, নেপালসহ আরও বেশ কয়েকটি দেশ। এর মধ্যে পাকিস্তান ৮ জন, শ্রীলঙ্কা ১১ জন, তুরস্ক ১৩ জন এবং নাইজেরিয়া ৪ জন পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে পর্যবেক্ষণে যোগ দিয়েছেন ভয়েস ফর জাস্টিস, ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল,

এসএনএএস আফ্রিকা, সার্ক হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন এবং পোলিশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের প্রতিনিধিরাও। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

## কমিশনের ভয়ের কোনো কারণ নেই : সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইন মেনে দায়িত্ব পালন করছে। ফলে কমিশনের ভয়ের কোনো কারণ নেই। রাজধানী ঢাকার এক হোটেলে বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক এবং সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গের অবতারণা হয়, যখন এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, "মানুষ এবার উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিচ্ছে। কিন্তু আগের দু-জন সিইসি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় এখন কারাগারে আছেন। এই পরিস্থিতি কি বর্তমান সিইসিকে চিন্তায় ফেলে?" তার জবাবেই সিইসি নাসির উদ্দিন বলেন, জাতির কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে কমিশন যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা সম্পূর্ণ আইনসংগত ও সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে। তিনি আরও বলেন, কমিশন তার দেওয়া কমিটমেন্টকে সামনে রেখে কাজ করছে, তাই কোনো ধরনের উদ্বেগ বা ভয় তাদের নেই। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

## বাংলাদেশে চীনের প্রভাব কমাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র

দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি ও প্রভাব নিয়ে উদ্‌বিগ্ন আমেরিকা। সেই প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশের পরবর্তী সরকারের কাছে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্র বিক্রি করার পরিকল্পনা করছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চীনা সামরিক সরঞ্জামের বিকল্প হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন ঢাকায় ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। গণ-অভ্যুত্থানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে অবশেষে আগামীকাল জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশে। গদিচ্যুত হওয়ার পরে হাসিনা ভারতের নয়াদিল্লিতে আশ্রয় নেন। ঠিক এই সময়টাতে চীন বাংলাদেশে তার প্রভাব আরও বাড়িয়ে তোলে, আর ভারতের প্রভাব কমতে থাকে। সম্প্রতি চীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে একটি ড্রোন কারখানা নির্মাণের জন্য প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করেছে, যা বিদেশি কূটনীতিকদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়ে আলোচনায় রয়েছে। এটি চীন ও পাকিস্তানের যৌথভাবে তৈরি বহুমুখী যুদ্ধবিমান। মঙ্গলবার এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন বলেন, "দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্‌বিগ্ন এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্কের ঝুঁকির বিষয়ে স্পষ্টভাবে জানাতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অবশ্য এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ রুবাইয়া)

# জাগো নিউজ

## নির্বাচনে নাশকতা-সহিংসতা কঠোরভাবে দমন করবে বিজিবি : মহাপরিচালক

১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে যে-কোনো প্রকার নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার অপচেষ্টা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকী। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিজিবির একাধিক নির্বাচনি বেইজ ক্যাম্প পরিদর্শনের সময় দায়িত্বরত বিজিবি সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এমন নির্দেশনা দেন তিনি। পরিদর্শনকালে বিজিবি মহাপরিচালক নির্বাচনে বিজিবির সার্বিক প্রস্তুতি, আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং নির্বাচনকালীন যে-কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবির অপারেশনাল সক্ষমতা পর্যালোচনা করেন। একইসঙ্গে তিনি নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে গৃহীত পরিকল্পনা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেন এবং পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হওয়ার আশ্বাস সিইসির

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে নির্বাচন কমিশন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানিয়েছেন, নির্বাচনি প্রক্রিয়া হবে 'অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য'। স্বচ্ছতা নিশ্চিতে দেশি-বিদেশি পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমের জন্য পুরো প্রক্রিয়া উন্মুক্ত রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সিইসি এসব কথা বলেন। তিনি জানান, নির্বাচনকে সামনে রেখে সমন্বিত ও বহুমাত্রিক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আইন সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ এবং সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে আস্থা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী, নির্বাচনসংক্রান্ত আইন ও বিধিমালায় সংশোধন এনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা জোরদার করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## ঢাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা পুলিশের, থাকছে সোয়াত, কে-৯ ও ক্রাইম সিন টিম

আগামীকাল বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে ঢাকায় সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ছাড়াও পুলিশের বিশেষায়িত বোম্ব ডিজপোজাল ইউনিট, সোয়াত, কে-৯ ইউনিট ও ক্রাইমসিন ভ্যান মাঠে মোতায়েন থাকবে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মিন্টো রোডে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা জানান ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি বলেন, ঢাকায় ডিএমপির ২৬ হাজার ৫১৫ জন সদস্য নির্বাচনের বিভিন্ন দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ছাড়াও বাইরে স্ট্রাইকিং ফোর্স, মোবাইল টিম ও রিজার্ভ ফোর্সের পাশাপাশি বিশেষায়িত বোম্ব ডিজপোজাল ইউনিট, সোয়াত, কে-৯ ইউনিট ও ক্রাইম সিন ভ্যান মাঠে মোতায়েন থাকবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে আনফ্রেলের নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের সাক্ষাৎ

এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশনসের (আনফ্রেল) একটি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে রোহানা হেট্টিয়ারাচ্ছির নেতৃত্বে সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন। এ সময় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ বুধবার দুপুরে এ তথ্য জানান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যর্থ হলে জনগণ বসে থাকবে না : জামায়াত আমির

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জনগণ বসে থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো যদি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, তাহলে জনগণ বসে থাকবে না। জনগণ তাদের দায়িত্ব ঠিকই পালন করবে এবং সুষ্ঠু ভোট আদায় করে ছাড়বে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে জামায়াত আমির এসব কথা বলেন। সেই সঙ্গে তিনি নির্বাচনে শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীগুলোকে তাদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানান। বৈঠকে শফিকুর রহমানসহ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের আমির মওলানা মামুনুল হক, জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ ঐক্যের সব দলের শীর্ষ নেতারা অংশ নেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## ভোটের পরদিন সকালেই বেশিরভাগ আসনের ফলাফল জানা যাবে

ভোটগ্রহণের পরদিন সকালেই দেশের বেশিরভাগ আসনের ফলাফল জানা যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর হোটেল ইন্টার-কন্টিনেন্টালে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষ্যে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের জন্য আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান। ভোট গণনার প্রক্রিয়া নিয়ে ইসি সানাউল্লাহ জানান, ভোটের পরদিন সকালেই অধিকাংশ আসনের ফলাফল পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, দেশের সর্বাধিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি হলো যে, নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সাধারণত ভালো হয়। বাংলাদেশ ১৯91 সাল থেকে এক্ষেত্রে অগ্রণী। ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০08 সালের নির্বাচনের সময় এক ধরনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকায় আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা পেয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## ভোটে বিজয়ী হলেও তাদের 'ভাগ্য নির্ধারণ' হবে আদালতে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটে বিজয়ী হলেও বিএনপি মনোনীত চারজন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত। এই চারজন হলেন- চট্টগ্রাম-৪ আসনের আসলাম চৌধুরী, চট্টগ্রাম-২ আসনের সারোয়ার আলমগীর, শেরপুর-২ আসনের ফাহিম চৌধুরী ও কুমিল্লা-১০ আসনের প্রার্থী মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া। এর মধ্যে ঋণখেলাপির অভিযোগ এনে আসলাম চৌধুরী ও সারোয়ার আলমগীরের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সংশ্লিষ্ট আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের করা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করেছেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। তাদের বিষয়ে আদালত বলেছেন, তারা নির্বাচন করতে পারবেন। কিন্তু আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফলাফল স্থগিত থাকবে, ফলাফল গেজেট আকারে প্রকাশ হবে না। অন্যদিকে, ফাহিম চৌধুরীর দ্বৈত নাগরিকত্ব ইস্যুতে জামায়াত প্রার্থী গোলাম কিবরিয়া ও মোবাশ্বের আলম ভুঁইয়ার মনোনয়নপত্রে দলীয় প্রত্যয়নপত্র না থাকার বিষয়ে বাংলাদেশ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী হাছান আহম্মেদের করা লিভ টু আপিল মঞ্জুর করে আদালত বলেছেন, তারা ভোটে বিজয়ী হলে ফলাফলের গেজেট প্রকাশ ও শপথগ্রহণে কোনো বাধা নেই। মামলায় জয়ী হলে তারা সংসদ সদস্য পদে থাকবেন। কিন্তু আপিলকারীরা মামলায় জয়ী হলে তাদের সংসদ সদস্য পদ থাকবে না। আইনজীবীরা বলছেন, এই চার প্রার্থী যদি ভোটে হেরে যান, তবে মামলার আর কোনো প্রাসঙ্গিকতাই থাকবে না। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## বাংলাদেশে নির্বাচন, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ালো ভারত

বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গ লাগায়ো সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা বাড়িয়েছে ভারত। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে তল্লাশি শুরু করে রাজ্য পুলিশ। এদিন সকালে বসিরহাট পুলিশের উদ্যোগে স্বরূপনগর থানার পুলিশ তেঁতুলিয়া ব্রিজে তল্লাশি শুরু করেছে। এছাড়া, সীমান্তে যাওয়ার সব রাস্তা ও অপরাধপ্রবণ এলাকাগুলোতে জোরালো তল্লাশি চলছে। ঘোজাডাঙ্গা সীমান্তে যাওয়ার রাস্তার লবঙ্গ মোড়ে সব গাড়ি থামিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি করছে পুলিশ। প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে চালকসহ যাত্রীদের নথিপত্র খতিয়ে দেখা হয়। তা ছাড়া, ওই এলাকার সব আবাসিক হোটেলেও অভিযান চালায় বসিরহাট মহকুমা পুলিশ।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## শঙ্কার কথা জানিয়ে পৃথক সংবাদ সম্মেলন বিএনপি-জামায়াত প্রার্থীর

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন বরিশাল-৪ (হিজলা- মেহেন্দিগঞ্জ) আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী রাজিব আহসান। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মওলানা মাহমুদুন্নবী তালুকদারও নির্বাচনি পরিবেশ নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তারা দু-জনই সংবাদ সম্মেলন করে তাদের শঙ্কার কথা জানান। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টায় বরিশাল প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন বিএনপি প্রার্থী রাজীব আহসান। তিনি বলেন, বরিশাল-৩ ও বরিশাল-৫ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী নেই। এই দুইটি আসন থেকে জামায়াত ইসলামের নেতা-কর্মীরা আমার নির্বাচনি এলাকায় এসে একদিন আগে অবস্থান নিয়েছে। বিষয়টা আমি রিটার্নিং কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করেছি। তারা এখনো পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তাই এ বিষয়টি নিয়ে আমরা আতঙ্কে রয়েছি। রাজিব আহসান বলেন, আমার নির্বাচনি এলাকায় এমন অনেক মানুষ এসেছে, যাদের স্থানীয় কেউ চেনে না। আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জেনেছি, তারা বরিশাল-৩ ও বরিশাল-৫ আসনের বাসিন্দা। আমার কর্মীরা তাদেরকে চিহ্নিত করেছে। তাদের মধ্যে অনেকেই জেলা জামায়াতের পদধারী নেতা। এর আগে, বেলা ১১টায় বাকেরগঞ্জে জামায়াতের কার্যালয়ে ১১ দলীয় জোটের দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মওলানা মাহমুদুন্নবী তালুকদার সংবাদ সম্মেলন প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ করেন ও শঙ্কার কথা জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## নির্বাচনে মোবাইল নেটওয়ার্ক-ইন্টারনেট সচলে থাকছে বিশেষ টিম

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপরেই ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট। এরই মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ছুটি ও উৎসবের আমেজ শুরু হয়েছে। ভোট দিতে গ্রামের দিকে মানুষের ঢল নেমেছে। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মোবাইলে কথা বলতে গিয়ে বারবার কল কেটে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। নির্বাচনের সময় প্রতিটি ভোটকেন্দ্র ও দেশের সর্বত্র মোবাইল নেটওয়ার্ক ঠিক থাকবে তো- এমন প্রশ্ন উঠেছে। তবে সরকার বলছে, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে যাতে সর্বোচ্চ মানের মোবাইল নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এমনকি নেটওয়ার্কে সমস্যা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তা সমাধান করতে ২৪ ঘণ্টা থাকছে 'স্পেশাল সাপোর্ট টিম'।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## অভ্যন্তরীণ বিমানে টাকা বহনে বাধা নেই : সৈয়দপুর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ

অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানে অর্থ পরিবহণে কোনো বিধি-নিষেধ নেই বলে জানিয়েছেন সৈয়দপুর বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপক (সহকারী পরিচালক-এটিএম) এ কে এম বাহাউদ্দিন জাকারিয়া। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে মুঠোফোনে তিনি জাগো নিউজকে এ কথা জানান। এ কে এম বাহাউদ্দিন জাকারিয়া বলেন, অভ্যন্তরীণ রুটে বিমানে অর্থ পরিবহণে কোনো বিধি-নিষেধ নেই। যে কেউ নিজের মতো করে টাকা বহন করতে পারেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## নারায়ণগঞ্জে জামায়াত প্রার্থীর এজেন্ট নিখোঁজ

নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে মাহাবুবুর রহমান (৩৫) নামের এক জামায়াত নেতা নিখোঁজ রয়েছেন বলে তার পরিবার ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নিখোঁজ জামায়াত নেতার ভাগিনা সাব্বির আড়াই হাজার থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। মাহবুবুর রহমান আড়াই হাজার উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি নারায়ণগঞ্জ-২ আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থীর নির্বাচনি এজেন্ট। নিখোঁজের ভাগিনা সাব্বির বলেন, "দুপুর ১২টার সময় মামার সঙ্গে বাসায় ফেরার পথে কথা হয়। মামা বাড়িতে না ফেরায় আড়াই হাজার বাজারসহ আশপাশের এলাকায় খোঁজ নিয়েও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বারবার ফোন করা হলেও কেউ ফোন ধরছেন না। তবে তার হোয়াটসঅ্যাপ থেকে ইউনিয়ন জামায়াতের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেখানে তার কথাবার্তায় তাকে উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে।" এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াই হাজার) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ইলিয়াস মোল্লা বলেন, "আমরা এখনো তার খোঁজ পাইনি। আমরা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা চেয়েছি। আমাদের

নেতা-কর্মীরাও তাকে খুঁজছে। তিনি আমার নির্বাচনি গহরদী ভোটকেন্দ্রের এজেন্ট।” আড়াই হাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলাউদ্দিন বলেন, আমরা অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## নির্বাচনে যে-কোনো অরাজকতা নির্মূলে র‍্যাব প্রস্তুত : কমান্ডার তানভীর

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৬ ও ঢাকা-৭ আসনে যে-কোনো ধরনের অরাজকতা নির্মূলে র‍্যাব-১০ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন লালবাগ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার তানভীর হাসান শিথিল। তিনি জানান, ভোটের দিনে সকাল ৭টা থেকে ভোটের ফলাফল ঘোষণার আগ পর্যন্ত নিরলসভাবে কাজ করবে র‍্যাব। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৩টার দিকে র‍্যাব-১০ লালবাগ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার তানভীর হাসান শিথিল এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান। পুরান ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের মাঠে এই সংবাদ সম্মেলন হয়। সংবাদ সম্মেলনে লে. কমান্ডার তানভীর হাসান বলেন, আমাদের দায়িত্ব ঢাকা-৬ এবং ঢাকা-৭ আসন। এই আসনের নিরাপত্তা দায়িত্বে আমরা আছি। প্রত্যেক কেন্দ্রে ফোর্স থাকবে। প্রতিটি কেন্দ্রে ড্রোন ডগ স্কোয়ার্ড থাকবে। এরই মধ্যে সব কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যে-কোনো ধরনের গুজব ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড বানচাল করতে প্রস্তুত আছি। আমাদের সেই সক্ষমতা আছে। ভোট শুরু থেকে গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা মাঠে থাকবো। সুশৃঙ্খলভাবে ভোট নিশ্চিতে আমরা সর্বদা তৎপর থাকবো। তিনি বলেন, নির্বাচনে পুলিশ, আনসার বাহিনী ও বিজিবি প্রাথমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তারা নির্মূল করতে না পারলে র‍্যাব ও সেনাবাহিনী পদক্ষেপ নেবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## ভোটের ফল ঘোষণার পর নাশকতার চেষ্টা করলে সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর তা মেনে না নিয়ে নাশকতার চেষ্টা করলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন র‍্যাব মহাপরিচালক এ কে এম শহিদুর রহমান। তিনি বলেন, যারা ভোটকেন্দ্রে নাশকতার চেষ্টা করবে, জালভোট, ব্যালট বক্স ছিনতাই বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে ঝুঁকি তাদেরই। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো ঝুঁকি নেই, কারণ তারা আইন অনুযায়ী কাজ করবেন। আমরা কোনো ধরনের হেজিটেশন করবো না। ঝুঁকি যদি কারও থাকে, তা আইন ভঙ্গকারীদেরই। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের রাজধানী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, তফশিল ঘোষণার আগে থেকেই র‍্যাব নির্বাচনকে ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারে জোরালো অভিযান চালানো হয়েছে। গত দেড় থেকে দুই মাসে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাম্প্রতিক সময়েও অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ রিহাব)

## সারাদেশে ভোটগ্রহণ শুরু

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে আজ সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সারাদেশে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটাররা নিজ নিজ কেন্দ্রে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছেন। বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্রে সকাল থেকেই ভোটারদের উপস্থিতি চোখে পড়েছে। বিশেষ করে নারী ও তরুণ ভোটারদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। কিছু কেন্দ্রে ভোট শুরুর আগেই ভোটারদের দীর্ঘ লাইন দেখা যায়।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটগ্রহণ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছে। পাশাপাশি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, ভোটাররা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিচ্ছেন। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে চলছে। ভোটারদের পরিচয় নিশ্চিত করে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে।

প্রথমবারের মতো ভোট দিতে আসা অনেক তরুণ ভোটার তাদের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন, দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরে তারা গর্বিত। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:১২.০২.২০২৬)

## নির্বাচন ঘিরে চট্টগ্রামে নিরাপত্তা জোরদার, মাঠে র‍্যাবের ৫০ টহল দল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে র‍্যাব। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বিশেষ টহল, চেকপোস্ট স্থাপন এবং গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। এক ব্রিফিংয়ে র‍্যাব-৭ এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, “র‍্যাব-৭ এর আওতাধীন চার জেলায় ২০টি সংসদীয় আসনে মোট ৫০টি টহল দল মোতায়েন রয়েছে। পাশাপাশি একটি ডগ স্কোয়াড ও বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট দায়িত্ব পালন করছে। এ কার্যক্রম ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে।” র‍্যাব-৭ জানায়, নির্বাচনকে ঘিরে সম্ভাব্য নাশকতা বা

অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে শহর ও উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে। সেখানে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে যৌথ টহলও পরিচালিত হচ্ছে। চট্টগ্রাম জেলা ও মহানগর মিলিয়ে ১৬টি সংসদীয় আসনকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে ৪০টি টহল দল দায়িত্ব পালন করছে বলে জানান র‍্যাব-৭ এর অধিনায়ক। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. হাফিজুর রহমান বলেন, "ভোটাররা যেন ভীতি ছাড়াই কেন্দ্রে গিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন, সে জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হচ্ছে।" যে-কোনো ধরনের সহিংসতা বা নাশকতার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন তিনি। (জাগো এফ এম ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

## জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে এনসিপি

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে এক বার্তায় বিষয়টি জানিয়েছেন দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচনি মিডিয়া উপ-কমিটির প্রধান মাহাবুব আলম। মাহাবুব আলম বলেন, "আজ রাত ৮টায় দলের বাংলামোটর কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।" (জাগো এফ এম ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

## চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক অন্য কোনো শক্তিতে প্রভাবিত হবে না : চীনা দূতাবাস

দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাম্প্রতিক মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে চীন। পাশাপাশি চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক তৃতীয় কোনো পক্ষকে টার্গেট (লক্ষ্য) করে নয় বলেও জানিয়েছে দেশটি। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে ঢাকার চীনা দূতাবাস জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের বক্তব্য 'পুরোনো সুর' এবং তা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক অন্য কোনো শক্তির প্রভাবে প্রভাবিত হবে না। সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন দাবি করেন, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বাড়তে থাকা প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্‌বিগ্ন। একইসঙ্গে, চীনের সঙ্গে নির্দিষ্ট ধরনের সম্পৃক্ততার ঝুঁকি সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে অবহিত করতে ওয়াশিংটন ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এর জবাবে চীনা দূতাবাসের মুখপাত্র বলেন, "এ বিষয়ে দূতাবাস এরই মধ্যে তাদের 'গুরুতর অবস্থান' স্পষ্ট করেছে। তার ভাষায়, মার্কিন রাষ্ট্রদূত আবারও চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে 'আঙুল তুলেছেন' এবং 'সাদা-কালো মিশিয়ে' উপস্থাপন করেছেন। চীন ও বাংলাদেশ পারস্পরিক সম্মান ও সমর্থনের ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে নিচ্ছে। এ দুই দেশের সহযোগিতা, বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদান ও পারস্পরিক লাভজনক অংশীদারত্বের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।" দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর বিশ্বস্ত অংশীদার হিসেবে চীন আঞ্চলিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে বলেও দাবি করেন তিনি।
(জাগো এফ এম ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

## ভোটারদের কালি মুছতে মেডিসিন আনছে জামায়াত : জোনায়েদ সাকি

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকী বলেছেন, ভোটারদের কালি মুছতে মেডিসিন আনছে জামায়াত। এছাড়া অনুপস্থিত ভোটারদের ভোট দিয়ে দেওয়াসহ একই ব্যক্তিকে ভোট দেওয়ানো, ইচ্ছাকৃতভাবে কেন্দ্রে মব তৈরি করা এবং সেগুলো দিয়ে প্রচার করে ভোটারদের বাধাগ্রস্ত করাসহ নানান লক্ষণ নিয়ে কাজ করছে দলটি। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের পৌর এলাকার আমেনা প্লাজায় সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।
(জাগো এফ এম ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

## দেশের ভেতরে নগদ অর্থ বহনে কোনো সীমা নেই : বাংলাদেশ ব্যাংক

দেশের ভেতরে ব্যক্তি পর্যায়ে নগদ অর্থ বহনের ক্ষেত্রে কোনো নির্দিষ্ট সীমা নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, "দেশের ভেতরে একজন ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী যে-কোনো পরিমাণ নগদ অর্থ সঙ্গে রাখতে পারেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি।" তবে দেশের বাইরে ভ্রমণের সময় বাংলাদেশি মুদ্রা বহনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা নেওয়ার অনুমতি রয়েছে বলে জানান তিনি। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, বিদেশ ভ্রমণের সময় বৈদেশিক মুদ্রা বহনের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। (জাগো এফ এম ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

## বিএনপি প্রার্থীর বাসায় নির্বাচন কর্মকর্তার গোপন বৈঠকের অভিযোগ জামায়াতের

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ঢাকা-১৬ আসনের মালামাল বিভাজন, বিতরণ ও গ্রহণ কমিটির আহ্বায়ক নির্বাহী প্রকৌশলী মো. কামরুল হাসানের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী কর্নেল (অব.) মো. আব্দুল বাতেন দাবি করেছেন, কামরুল হাসান ওই আসনের বিএনপি প্রার্থী আমিনুল হকের বাসায় 'গোপন বৈঠক' করেছেন। অভিযোগে তিনি উল্লেখ করেন, ঢাকা-১৬ আসনের মালামাল বিভাজন, বিতরণ ও গ্রহণ কমিটির আহ্বায়ক মো. কামরুল হাসান নির্বাচনি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিএনপি প্রার্থী আমিনুল হকের বাসায় গোপন বৈঠক করেন। অভিযোগে উল্লেখ আছে, বৈঠকের ছবি ও ভিডিও সংরক্ষিত পেনড্রাইভের মাধ্যমে প্রমাণ যুক্ত করা হয়েছে। বাতেন বলেন, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একজন প্রার্থীর সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে থাকলে ওই আসনে সুষ্ঠু

নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে তাকে তাৎক্ষণিক বদলি করে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। (জাগো এফ এম ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

### ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগে জামায়াত নেতাকে মারধর, পুলিশে সোপর্দ

পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জে ভোটারদের টাকা দেওয়ার অভিযোগে জামায়াতের এক নেতাকে মারধর করে পুলিশে দিয়েছে স্থানীয়রা। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার মাধবখালী ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। আটকের নাম কামাল হোসেন। তিনি ওই ইউনিয়ন জামায়াতের আমির বলে জানা গেছে। পটুয়াখালী-১ আসনের ১১ দলীয় জোট প্রার্থীর মিডিয়া সেলের প্রধান মো. কামাল হোসেন বলেন, "পূর্ব শত্রুতার জেরে নাটক সাজিয়ে জামায়াত নেতা কামাল উদ্দিনকে মারধর করে পুলিশে দেওয়া হয়েছে।" এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মোসা. মলিহা খানম জানান, "খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে একটি মোবাইল টিম পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে বিস্তারিত জানা যাবে।" (জাগো এফ এম ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

### প্রধান উপদেষ্টার কাছে নজরদারি প্রযুক্তি পর্যালোচনা বিষয়ক প্রতিবেদন জমা

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে নজরদারি প্রযুক্তির সংগ্রহ ও ব্যবহার পর্যালোচনা কমিটি। অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির জমা দেওয়া এ প্রতিবেদনে রাষ্ট্রের নজরদারি, সক্ষমতা এবং এর সীমাবদ্ধতাসমূহের আইনি এবং কারিগরি দিকসমূহের পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও এতে জাতীয় নিরাপত্তা, জরুরি প্রাণরক্ষা, জননিরাপত্তা ও বিচারিক প্রয়োজনের পাশাপাশি নাগরিকের গোপনীয়তার সাংবিধানিক অধিকার ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে ৮টি মানদণ্ডের সাপেক্ষে ৮টি সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়। প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে তিনি জানান, বাংলাদেশের কিছু গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ, গুম ও বেআইনি আটক সংক্রান্ত ঘটনা এবং নজরদারির মাধ্যমে অপরাধ দমন ও সন্ত্রাস প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় সাফল্য- এই দুই বাস্তবতার সম্মিলিত প্রেক্ষাপটে এই প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। বিদ্যমান আইন, নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থার আলোকে নজরদারি ব্যবস্থার কাঠামোগত ঝুঁকি, শাসনগত ঘাটতি এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করাই ছিল এর মূল লক্ষ্য। কমিটি তথ্যভিত্তিক, তুলনামূলক ও নীতি-নির্ভর বিশ্লেষণের মাধ্যমে বর্তমানে প্রচলিত অসম্পূর্ণ ও স্বচ্ছতাহীন কাঠামো থেকে বেরিয়ে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। 'টু-লেয়ার ট্রান্সপারেন্সি মডেল' কাঠামো সম্বলিত আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, যা একটি বৈশ্বিক মানসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় সক্ষমতার অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করবে। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের (আইটিইউ) দিক-নির্দেশনা, অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ও চর্চা, মানবাধিকার মানদণ্ড এবং বাংলাদেশের বাস্তব প্রশাসনিক সক্ষমতা- এই সবকিছুর আলোকে একটি বাস্তবসম্মত সংস্কার পথ উপস্থাপন করাই ছিল এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য।
(জাগো এফ এম ওয়েবপেইজ: ১১.০২.২৬ রনি)

## রেডিও টুডে

### নির্বাচনে সচেতনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে ভোটারদের প্রতি প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান

আসন্ন গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ নিজ ভোটাধিকার সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে দেশের সকল শ্রেণি ও পেশার ভোটারদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ অনুষ্ঠেয় 'গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন' উপলক্ষ্যে দেওয়া আজ এক বাণীতে দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "এ যুগান্তকারী গণভোট ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অনন্য ও তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। এটি শুধু একটি নির্বাচন বা সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং দেশের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক ধারা ও জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছার প্রতিফলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ।"তিনি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত একটি জাতি জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ও আত্মমর্যাদার ঘোষণা দিয়েছে, এই নির্বাচন সেই আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত ও প্রাতিষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ। প্রধান উপদেষ্টা আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, গণভোটের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র কাঠামো ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করবেন এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সেই মতামত বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য, দায়বদ্ধ ও জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। এভাবে জনগণ সরাসরি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে অংশীদার হবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:১১.০২.২০২৬ আসাদ)

### যে-কোনো ধরনের অনিয়ম শক্তভাবে তদারকি করবে ইসি : সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন জানিয়েছেন, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার বেলা ১১টায় গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের আনুষ্ঠানিক ব্রিফিংয়ে এ কথা জানান তিনি। সিইসি বলেন, "সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করেছে কমিশন। যে-কোনো ধরনের অনিয়ম শক্তভাবে তদারকি করবে ইসি।" তিনি বলেন, "অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আয়োজন করছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে কঠোর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। ১৩তম জাতীয় নির্বাচনের সব ধরনের প্রস্তুতি শেষে কমিশন অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য

বদ্ধপরিকর।” নির্বাচনের প্রস্তুতির প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “সরকার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবার সহযোগিতায় আগামীকালের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। এতে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টের মাধ্যমে ভোটের আসল বিষয়গুলো উঠে আসবে।”(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ এলিনা)

**বৈধ হলে ৫০ লাখ নয়, ৫ কোটি টাকা বহনেও সমস্যা নেই : ইসি সচিব**

ভোটের সময় টাকা বহনের নির্দিষ্ট সীমা নেই বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। তিনি বলেন, সোর্স ও ব্যবহারের বৈধ খাত দেখাতে পারলে ৫০ লাখ নয়, প্রয়োজনে ৫ কোটি টাকা বহনেও সমস্যা নেই। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ভোটের সময় টাকা পরিবহণের সময়সীমা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান ইসি সচিব। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ এলিনা)

**নির্বাচনে নারীদের নিরাপত্তা ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতের আহ্বান জাতিসংঘের**

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশে নারীদের নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ। আজ মঙ্গলবার ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয় থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, নির্বাচনে নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থবহ অংশগ্রহণ সবার মৌলিক অধিকার। এর মাঝে নারী, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী নারী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী, ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষের অধিকারও অন্তর্ভুক্ত। নির্বাচনের সময় সাইবার বুলিং, ডিপফেক, পরিকল্পিত হয়রানি, ছবি বিকৃত করে তার অপব্যবহার, এআই দিয়ে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কনটেন্ট প্রকাশ করে নারী ভোটার ও প্রার্থীদের হেনস্তা করা নিয়ে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী অর্থাৎ বিভিন্ন নারী সংগঠন ও নাগরিক সমাজ যেভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, জাতিসংঘ সে বিষয়ে সচেতন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। জাতিসংঘ বলছে, নির্বাচনে সহিংসতার ঘটনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারে। জাতিসংঘ তার সকল অংশীদারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যাতে নারীদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের বৈষম্য বা সহিংসতামূলক ঘটনা না ঘটে এবং ভোটের পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে সবাই যেন দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ এলিনা)

**ভোট পর্যবেক্ষণে ঢাকায় ৩৯৪ আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক, ১৯৭ বিদেশি সাংবাদিক**

দেশের ১৩তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট সামনে রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠেয় দুই আয়োজন পর্যবেক্ষণে ইতোমধ্যে ঢাকায় পৌঁছেছেন অন্তত ৩৯৪ জন আন্তর্জাতিক নির্বাচনি পর্যবেক্ষক ও ১৯৭ জন বিদেশি সাংবাদিক। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানায়, আগত পর্যবেক্ষকদের মধ্যে ৮০ জন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি। দ্বিপক্ষীয় দেশসমূহ, যার মধ্যে স্বতন্ত্র ইউরোপীয় পর্যবেক্ষকেরাও রয়েছেন, সেখান থেকে এসেছেন ২৪০ জন। এছাড়া, বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ৫১ জন ব্যক্তি নিজস্ব সক্ষমতায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ এলিনা)

**অপপ্রচারে গুরুত্ব না দেওয়ার আহ্বান জামায়াত আমিরের**

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জাতি যখন একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত, তখন কেউ কেউ দেশে বিভিন্ন ধরনের অপতথ্য ছড়াচ্ছে। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ অভিযোগ করেন তিনি। জামায়াত আমির বলেন, জামায়াতের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থনে ভীত হয়ে একটি গোষ্ঠী ভোটারদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ ধরনের অপচেষ্টায় লিপ্ত। এসব অপপ্রচারে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি। স্ট্যাটাসে শফিকুর রহমান আরও বলেন, ভোট আপনার অধিকার এবং পবিত্র দায়িত্ব। আপনার পছন্দের প্রার্থী ও প্রতীকে ভোট প্রদান করুন। গোটা দেশবাসী সেটিই প্রত্যাশা করে।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ এলিনা)

**নারীদের ভোটের জন্য নারী ম্যাজিস্ট্রেটসহ সব কর্মকর্তা নারী নিয়োগ যে কেন্দ্রে**

গত ৫৪ বছর ধরে পীরের অনুরোধ মেনে ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন না নারী ভোটাররা। মাঝে মধ্যে কিছু নারী ভোটার ভোট দিলেও তা ছিল নামে মাত্র। ফলে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চাঁদপুর জেলা প্রশাসন ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে নারীদের ভোটের জন্য নারী ম্যাজিস্ট্রেটসহ সব কর্মকর্তা নারী নিয়োগ করা হয়েছে। এ ঘটনা চাঁদপুর-৪, ফরিদগঞ্জ আসনের রুপসা দক্ষিণ ইউনিয়নের। জানা গেছে, ৭০ দশকের জৈনপুরের পীরের অনুরোধ মেনে রুপসা দক্ষিণের নারীরা ওই এলাকার কোনো ভোটের সময়েই ভোট দিতে যান না। মাঝে মধ্যে দু-একটি ভোটের সময় প্রার্থীদের কাছের আত্মীয়রা ভোট দিলেও, তার পরিমাণ ছিল নাম মাত্র। যদিও ভোট ছাড়া আর বাকি সব কাজেই ওই ইউনিয়নের নারীদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। ফলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. নাজমুল ইসলাম সরকার নারীদের পর্দা নিশ্চিত করে যে-কোনো মূল্যে নারীদের ভোট দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেন। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে রুপসা দক্ষিণের ইউনিয়নের মোট ৮টি কেন্দ্রের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ এলিনা)

**ভোটকেন্দ্রের সামনে থেকে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার**

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একটি ভোটকেন্দ্রের সামনে থেকে ১০টি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার দুপুর ১টার দিকে উপজেলার সদকী ইউনিয়নের বানিয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র সংলগ্ন নেপিয়ার ঘাস ক্ষেত থেকে এসব বস্তু উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুমারখালী থানার ওসি জামাল উদ্দিন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বানিয়াকান্দি বাজার ঘেঁষে বানিয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। বিদ্যালয়ের অদূরেই স্থানীয় মতিন মাস্টারের নেপিয়ার ঘাস ক্ষেত। সেখানে দুপুর ১২টার দিকে মো. ফরিদ খান নামে স্থানীয় এক রাজমিস্ত্রি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ক্ষেতে যান। এ সময় তিনি সেখানে মুখ বাঁধা অবস্থায় দুইটি ব্যাগ দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও সেনাবাহিনী সদস্যরা ছুটে আসেন। পরে ব্যাগ দুটি থেকে লাল টেপ দিয়ে প্যাঁচানো ১০টি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করা হয়।(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ এলিনা)

**বাংলাদেশ–ভারত ভালো সম্পর্ক দেখতে চায় ট্রাম্প প্রশাসন : ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত**

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভালো সম্পর্ক দেখতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন। মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন এ কথা বলেন। ২০২৪ সালের আগস্টে জেন-জি নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানে ভারত ঘনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হন। তিনি পরে নয়াদিল্লিতে আশ্রয় নেন। এরপর থেকেই বাংলাদেশে ভারতের প্রভাব কমতে থাকে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ: ১১.০২.২০২৬ এলিনা)

# BBC

**NETANYAHU TO MEET TRUMP AS IRAN NUCLEAR TALKS REACH CRITICAL STAGE**

President Donald Trump will host Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House on Wednesday, as tensions continue to rise across the Middle East and negotiations intensify over curbing Iran's nuclear weapons programme. Netanyahu is expected to press Trump to pursue a deal that would not only halt Iran's uranium enrichment, but also cut its ballistic missile programme and support for proxy groups like Hamas and Hezbollah. "I will present to the president our outlook regarding the principles of these negotiations," he said before leaving for the US. Iran has suggested it is ready to limit its nuclear programme in return for sanctions relief, but it has rejected the other demands.
(BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

**UK DOUBLES TROOPS IN NORWAY TO COUNTER RUSSIAN 'THREAT TO ARCTIC'**

The number of British troops in Norway will double over the next three years as part of efforts to combat Russian threats in the High North. Defence Secretary John Healey said the number of armed forces personnel stationed in the Arctic nation would rise from around 1,000 to 2,000. The commitment follows increasing concern among Nato allies about Russia's activities in the Arctic, including the reopening of old Cold War bases and a growing military presence in the region. (BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

**RUSSIAN STRIKES NEAR KHARKIV KILL FOUR, INCLUDING CHILDREN: UKRAINE**

Overnight Russian air strikes have killed at least four people, including three young children in Ukraine's north-eastern Kharkiv region, local officials have said. Regional head Oleh Synegubov said two boys, both aged two, a one-year-old girl and a 34-year-old man died after a drone hit their house in the town of Bohodukhiv. A 35-year-old pregnant woman and another woman, 73, were injured in the strike on the town, Synegubov said. The Russian aerial attack comes as Moscow renews strikes after a week-long pause that Donald Trump had asked Vladimir Putin to observe as a fierce cold swept Ukraine.
(BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

**INDIA ORDERS SOCIAL MEDIA FIRMS TO REMOVE UNLAWFUL CONTENT WITHIN THREE HOURS**

India has introduced new rules that make it mandatory for social media companies to remove unlawful material within three hours of being notified, in a sharp tightening of the existing 36-hour deadline. The amended guidelines will take effect from 20 February and apply to major platforms including Meta, YouTube and X. They will also apply to AI-generated content. The government did not provide a reason for reducing the takedown window. But critics worry the move is part of a broader tightening of oversight of online content and could lead to censorship in the world's largest democracy with more than a billion internet users. (BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

**BUDDHIST MONKS 180-DAY WALK FOR PEACE ENDS IN WASHINGTON DC**

A band of Buddhist monks who have spent four months walking - sometimes barefoot or through the snow - on a 2,000-mile March from Texas to Washington DC completed their

journey on Tuesday. The group's arduous so-called Walk of Peace has gone viral, capturing the attention of millions of Americans at a time of heightened political division in the US. Along the way, the troupe has shared a message of mindfulness, with its leader, the Venerable Bhikkhu Pannakara, saying: "My hope is, when this walk ends, the people we met will continue practicing mindfulness and find peace." Their journey began on 26 October 2025 at the Huong Dao Vipassana Bhavana Center in Fort Worth.
(BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

**BID LAUNCHED TO EXTEND ZIMBABWE PRESIDENT'S TERM IN OFFICE**

Zimbabwe's cabinet has approved draft legislation that would allow President Emmerson Mnangagwa, 83, to extend his stay in office until at least 2030. Presidents would be chosen by MPs rather than in a direct vote and could serve a maximum of two seven-year terms, under the proposals. Justice Minister Ziyambi Ziyambi said public consultations would be held before the bill heads to parliament for debate, where both chambers are dominated by the ruling Zanu-PF party. Legal challenges are likely as constitutional experts argue a referendum is needed if term limits are changed - and also point out that such amendments cannot benefit a sitting president. (BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

**MANY KILLED IN SOUTH YEMEN AS CROWD LINKED WITH STC STORMS GOV'T BUILDING**

A crowd linked to Yemen's separatist Southern Transitional Council (STC) has attempted to storm a local government building in the southeastern Yemeni city of Ataq, leaving several dead, according to local authorities and sources. The security committee in Shabwah governorate said armed fighters assaulted security and military personnel and fired live ammunition during Wednesday's attack, resulting in casualties as official forces intervened. It is the latest eruption of violence consuming the conflict-ridden and impoverished nation. Rami Lamlas, deputy head of the Shabwah General Hospital Authority, told the BBC that five people were killed and 39 wounded when security and military forces dispersed demonstrators affiliated with the STC. (BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

**CANADIAN POLICE SAY 9 KILLED IN BRITISH COLUMBIA'S TUMBLER RIDGE SHOOTING**

A mass shooting at a high school in the Canadian province of British Columbia has left at least 10 people dead, including the suspected attacker, according to police. The Royal Canadian Mounted Police (RCMP) said in a statement on Tuesday that six people were found dead in the secondary school in the small town of Tumbler Ridge, while another person died on the way to hospital. Two other people were found dead at a home that police believe is connected to the shooting at Tumbler Ridge Secondary school. Police did not say how many of the victims may have been minors. (BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

**IRAN'S LEADERS RAIL AGAINST US, 'SEDITION' IN 1979 REVOLUTION CELEBRATIONS**

Iran's authorities have ratcheted up the messaging and reciprocal threats against the United States during state-organized rallies and celebrations commemorating the Islamic revolution across the country, one month after deadly nationwide protests. Chants of "Death to America" and "Death to Israel" rang out on Wednesday in the state-run annual demonstrations, on a day of immense symbolic significance for the Islamic republic that consolidated its power during the 1979 revolution. Near Enghelab (Islamic revolution) Square in downtown Tehran, authorities propped up five coffins for some of the top commanders in the US military. (BBC News Web Page: 11/02/26, FARUK)

## :: THE END ::